রাঁচি, সোমবার
04:12:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>055 >>17 Ograhyon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৫৫ >> << ১৭ই, অগ্রহায়ণ ১৪৩০>>

ইসরাইলের উপস্থিতির প্রতিবাদে কপ২৮ থেকে ইরানের প্রতিনিধিরা সরে দাঁড়ালেন

দুবাই ঃ ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে শুক্রবার সংযুক্ত আরব আমিরাতে জাতিসংঘের জলবায়ু আলোচনার মধ্য থেকে ইরানের প্রতিনিধিরা বেরিয়ে যান। ইসরাইলি প্রতিনিধিদের উপস্থিতির প্রতিবাদে তারা এই পদক্ষেপ নেন। ইরানের জ্বালানিমন্ত্রী আলী আকবর মেহরাবিয়ান বলেন, তাদের কাছে কপ২৮ সম্মেলনে ইসরাইলের উপস্থিতি সম্মেলনের লক্ষ্য ও নির্দেশনার পরিপন্থী । এর প্রতিবাদেই তারা সম্মেলনস্থল ত্যাগ করেন। ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে সাত দিনের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষে গাজায় পুনরায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে ইরানের বার্তা সংস্থা ইরনা জানায়, ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি আলোচনায় অংশ নেবেন না। এর পরিবর্তে মেহরাবিয়ান সম্মেলনে যোগ দেবেন। কপ২৮-এ বৈশ্বিক উষ্ণতা কমাতে প্রায় ২০০ টি দেশের প্রতিনিধিরা প্রচেষ্টা জোরদার করার চাপে রয়েছেন। ইসরাইলহামাস যুদ্ধ অষ্টম সপ্তাহে এই শীর্ষ সম্মেলনের উপর প্রভাব ফেলছে। ইরনা জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান গত জুনে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আবদুল্লাহিয়ানের মাধ্যমে রাইসিকে কপ২৮-এ যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

বাজার দর
SENSEX : 67481.19 +492.75
NIFTY : 20267.90 +134.75

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
2600 °c	16.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .02 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .15 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

আন্দামান সাগরে দুর্ঘটনা কবলিত রোহিঙ্গাদের উদ্ধারে আঞ্চলিক উদ্যোগের আহ্বান ইউএনএইচসিআরের

আন্দামান ঃ আন্দামান সাগরের, শত শত রোহিঙ্গা নিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত নৌযানগুলো উদ্ধারের জন্য আঞ্চলিক উদ্যোগের আহবান জানিয়েছে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর। শনিবার (২ ডিসেম্বর) দ্রুত অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান চালাতে, সব দেশ, বিশেষ করে আন্দামান সাগরের আশেপাশের দেশগুলোর প্রতি আহবান জানিয়েছে এই জাতিসংঘ সংস্থা। এই বিপজ্জনক সামুদ্রিক যাত্রা মোকাবেলা করতে, ব্যাপক আঞ্চলিক পদক্ষেপের আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছে ইউএনএইচসিআর। ২০২২ সাল থেকে এ পর্যন্ত, রোহিঙ্গা শরণার্থীসহ ৫৭০ জনের বেশি মানুষ সমুদ্রে মৃত বা নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা সতর্ক করে বলেছে, উপকূলীয় দেশগুলো সময়মতো উদ্ধার অভিযান না চালালে এবং দুর্ঘটনা কবলিতদের নিরাপদ স্থানে না আনলে অনেকের মৃত্যু হতে পারে। বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া তথ্যে ইউএনএইচসিআর জানতে পেরেছে যে যাত্রীবাহী দুটি নৌকার ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গেছে এবং বর্তমানে আন্দামান সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে। এছাড়ার আগামী দিনে এই এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা রয়েছে। শনিবার জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা জানিয়েছে, দুটি নৌকায় প্রায় ৪০০ জন যাত্রী আছে। এছাড়া, ১৫০ জন রোহিঙ্গা নিয়ে আরেকটি নৌকা শনিবার ভোরে আচেহের উত্তরে একটি দ্বীপ সাবাং-এ পৌঁছেছে বলে জানা গেছে।দুর্ঘটরাবকলিতদের খাবার ও পানি ফুরিয়ে যেতে পারে বলে ইউএনএইচসিআর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, দুর্ঘটনা কবলিতদের উদ্ধার না করা হলে, বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রাণহানি ঘটতে পারে। ইউএনএইচসিআর বলেছে, সমুদ্র আইনের অধীনে আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা বজায় রাখতে হবে এবং জাতীয়তা বা আইনি অবস্থা নির্বিশেষে, সমুদ্রে দুর্ঘটনাকবলিতদের উদ্ধার করার দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে।ইউএনএইচসিআর এবং এর অংশীদাররা দুর্ঘটনাকবলিতদের জন্য প্রযয়োজনীয় মানবিক সহায়তা দিতে প্রস্তুত বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি।

‘ভারতকে বিজয়ী করতে হবে’, বড় জয় পেতেই বার্তা মোদীর

নয়া দিল্লি ঃ ২০২৩ ঃ মধ্যপ্রদেশ রাজস্থানে বড় জয় বিজেপির! এমনকি অপ্রত্যাশিত ভাবে কংগ্রেসের হাতে থাকা ছত্তিসগড়ও ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপি। প্রবল বিজেপি ঝড়ের সামনে দাঁড়াতেই পারেননি রাহুলপ্রিয়াঙ্কা গান্ধীরা। যদিও এহেন ফলাফলের পরেই নতুন করে প্রস্তুতির কথা বলেচে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে। অন্যদিকে বিজেপির এহেন ফলের পরেই দেশের মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একই সঙ্গে মা, বোন এবং দেশের তরুণ ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তিনি। বিধানসভা নির্বাচন ২০২৩ রাজস্থান । ছত্তিশগড় । মধ্যপ্রদেশ । মিজোরাম । তেলঙ্গানা ২০২৩ ঃ দলের ডুবে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা! বিস্ফোরক কংগ্রেস নেতা আচার্য প্রমোদ দেশের মানুষকে নমস্কার জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে লিখছেন, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়ের নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে ভারতের জনগণের আস্থা আছে শুধুমাত্র সুশাসন ও উন্নয়নের রাজনীতিতেই নয়, তাদের বিশ্বাস বিজেপিতে। আর এই বিশ্বাস এবং আস্থা রাখার জন্যে দেশের মানুষ এবং তরুণ প্রজন্মকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, দেশের মানুষের জন্যে আরও পরিশ্রম এবং কল্যণকর কাজ করে যাব। সর্বশেষে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে লিখছেন, ‘‘আমাদের ভারতকে বিজয়ী করতে হবে’’। অন্যদিকে আলাদা একটি তেলেঙ্গানার মানুষের জন্যেও বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। যেখানে সে রাজ্যের মানুষকে ভাই এবং বোন বলে সমধন করেছেন তিনি। বলে রাখা প্রয়োজন, পাঁচ রাজ্য অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিসগড়, মিজোরাম, রাজস্থান এবং তেলেঙ্গানায় জয় পেতে একেবারে মাটি কামড়ে পড়েছিল বিজেপি। একাধিকবার এই পাঁচ রাজ্যে প্রচারে গিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। গিয়েছেন অমিত শাহও। আর এরপরেই এহেন ফল সামনে আসতেই ময়দানে বিজেপি নেতাকরমীরা। ইতিমধ্যেই দিল্লিতে বিজেপি সদর দফতরের সামনে ভিড় জমতে শুরু করেছে। বিকেলেই সেখানে উপস্থিত হবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও সেখানে পৌঁছালেন। সকলেই মোদীর বার্তার অপেক্ষায়। সামনে রেখে মোদী কী দিশা দেখান সেদিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

চীনের নেতার ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ সত্ত্বেও ব্রিকস জোটে যোগ দিচ্ছে না আর্জেন্টিনা

আর্জেন্টিনা ঃ আর্জেন্টিনার সদ্যনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেইর সরকারের নবনিযুক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন , আর্জেন্টিনা ব্রিকস জোটে যোগ দেবে না। পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করা এই জোটের নেতৃত্ব ধীরে ধীরে চীনের দিকে ঝুঁকছে।

বৃহস্পতিবার ডায়ানা মনদিনোর এই ঘোষণা বিদায়ী সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের বিপরীতে গেছে। বিগত সরকারের অবলম্বন করা নীতি বুয়েনোস আইরেসকে অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে চীনের বেশি কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল। গত সপ্তাহে চীনের কমিউনিস্ট নেতা শি জিনপিং মিলেইর কাছে একটি ব্যক্তিগত চিঠি সরাসরি পৌঁছে দেওয়ার পরও এই ঘোষণা এলো। ব্রিকস হচ্ছে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার নামের আদ্যাক্ষর। এই জোটটিকে বেইজিং এর নেতৃত্বাধীন একটি ভূরাজনৈতিক সংস্থা গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, যারা তাদের প্রভাবের বিস্তার ঘটিয়ে বৈশ্বিক ক্ষমতার ভারসাম্যকে নতুন ভাবে সাজাতে চাইছে।

গত বছর চীনে নিযুক্ত আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত জানান, শি আর্জেন্টিনাকে এই জোটে যোগ দেওয়ার জন্য ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আগস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত ব্রিকস জোটের সর্বসাম্প্রতিক সম্মেলনে এই আমন্ত্রণের বিষয়টি আনুষ্ঠানিক ভাবে উল্লেখ করা হয়। সম্মেলনে জানানো হয়, আর্জেন্টিনার পাশাপাশি ইরান, মিশর, ইথিওপিয়া, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সদস্যপদ ১ জানুয়ারি, ২০২৪ থেকে কার্যকর হবে।

নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর আর্জেন্টিনার গণমাধ্যমের কাছে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মিলেই বাণিজ্য ও পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে তার তিনটি চিন্তাধারার কথা জানান। তিনি প্রথমত, নিজেকে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল ও পশ্চিমের মিত্র হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি জানান, তার চিন্তার অপর ধারা হল, যারা একনায়কতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক অথবা শান্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন বা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধারণ করেন না, তাদের সঙ্গে তিনি কোনো সম্পর্ক সৃষ্টি বা সম্পর্কের উন্নয়ন করবেন না।

ইসরাইলহামাস চুক্তি শেষে ২০০ ফিলিস্তিনি নিহত

গাজাঃ শুক্রবার ইসরাইলহামাস চুক্তি ভেঙ্গে পড়লে অন্তত ২০০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। ৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামাসের সন্ত্রাসী হামলার পর , গাজায় এখন অবধি নিহত ব্যক্তির সংখ্যা ১৫,২০০ ‘র বেশি বলে জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক। তারা বলছে নিহতদরে মধ্যে ৭০ হচ্ছে নারী ও শিশু । গাজার মোট জনসংখ্যার প্রায় কাছাকাছি সংখ্যক ২০ লক্ষ লোক এখন ঐ ভূখন্ডের দক্ষিণাঞ্জলে আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন। তাদের পালিয়ে যাবার এবং আশ্রয় নেবার জায়গাও ক্রমশই কমে আসছে। শনিবার ইসরাইল ঐ ছিঁটমহলের দক্ষিণাঞ্চলে তাদের লক্ষ্যবস্তুর উপর বোমা বর্ষণ করেছে এবং আর্ও যে সব স্থানে তারা আঘাত হানবে বলে ঠিক করেছে সেখান থেকে অসামরিক লোকজনকে সরে যেতে বলছে। ইসরাইলি সামরিক বাহিনী একটি অনলাইন মানচিত্র প্রকাশ করেছে। সেখানে গাজা ভূখন্ডকে শত শত তালুকে ভাগ করা হয়েছে এবং অধিবাসীদের স্থান ত্যাগ করার সতর্কবার্তা দেয়ার আগে, তাদের ঐ তালুকের নম্বরটা জেনে রাখতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা শনিবার বলেন যে গাজায় বহু ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হচ্ছে এবং তাদের সুরক্ষার জন্য ইসরাইলের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। তিনি যুদ্ধোত্তর গাজা জন্য বড় দাগে যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন।

দুবাইয়ে কপ২৮ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে এক সংবাদ সম্মেলনে হ্যারিস বলেন , যুক্তরাষ্ট্র আখ্যায়িত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হামাসের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালানোর বৈধ অধিকার আছে ইসরাইলের । হামাস ৭ অক্টোবর ইসরাইলের অসামরিক লোকদের উপর সন্ত্রাসী হামলা চালায় যাতে ১২০০ জন নিহত হয় এবং আনুমানিক ২৪০ জনকে অপহরণ করা হয়।সদ্য সমাপ্ত সাত দিনের অস্ত্র বিরতির সময়ে প্রায় ১০০ জন ইসরাইলিকে মুক্তি দেয়া হয় , ফিলিস্তিনি বন্দিমুক্তির বিনিময়ে।

এটা এখনও পরিস্কার নয় যে ইসরাইলি সামরিক বাহিনী কি এই মর্মে যুক্তরাষ্ট্রের আবেদনে সাড়া দেবে যে তাদের আক্রমণের সময়ে তারা যেন অসামরিক লেঅকদের রেহাই দেয়। তারা ঐ ছিঁটমহল থেকে হামাসকে নির্মূল করতে সংকল্পবদ্ধ। সাধারণত ইসরাইলি আক্রমণের আগে হামাস জনগণকে নরিাপদ স্থানে সরে যেতে বাধা দেয় এবং তাদেরকে মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। তারা নিজেদের হামপাতাল এবং অন্যান্য অসামরিক এলাকায় লুকিয়ে রাখে।

শনিবার, গাজার দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিস এলাকায় হামাসের ৫০টিরও বেশি লক্ষ্যবস্তুতে বিমান, নৌ ও স্থল বাহিনী হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসরাইলি সামরিক কর্মকর্তারা। সেনাবাহিনী জানায়, তারা গাজার উত্তরাঞ্চলে হামলা চালিয়েছে। দুই দিন আগে আবার যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৪০০ টিরও বেশি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে তারা।

ব্যাখ্যা লোকসভার আগে দল নিয়ে জানেন কী বললেন?

মুখ থুবড়ে পড়তেই খাড়গের বার্তা!

নয়া দিল্লি ঃ লোকসভা নির্বাচনের বাকি আর মাত্র কয়েকটা মাস। আর তার আগে পাঁচ রাজ্য অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা, ছত্তিসগড় এবং মিজোরামের বিধানসভা নির্বাচন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে বিজেপি এবং কংগ্রেসের কাছে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন ছিল অ্যাসিড টেস্ট। আর তাই একেবারে মাটি কামড়ে পড়েছিল মোদীশাহ অন্যদিকে রাহুল প্রিয়াঙ্কা। কিন্তু মানুষের রায়ে ফের একবার মুখ থুবড়ে পড়ল কংগ্রেস। বিধানসভা নির্বাচন ২০২৩ রাজস্থান । ছত্তিশগড় । মধ্যপ্রদেশ । মিজোরাম । তেলঙ্গানা মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান তো বটেই, অপ্রত্যাশিত ভাবেই ছত্তিসগড়ে বড় জয় বিজেপির। উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছেন বিজেপি নেতাকর্মীরা। ফল স্পষ্ট হতেই ছত্তিসগড়, রাজস্থানে বিজেপি পার্টি অফিস ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। বন্ধ দরজা। নেই কোনও নেতৃত্বই। যদিও এহেন সাময়িক ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার কথাই বলছেন শীর্ষ নেতৃত্ব। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে জানিয়েছেন, খুব শীঘ্র সাময়িক ধাক্কা কাটিয়ে উঠব। এবং লোকসভা নির্বাচনের জন্যে সর্বশক্তি দিয়ে প্রস্তুতি শুরু হবে। বিরোধী ঐক্যমঞ্চ ‘INDIA’ দলগুলিকে সঙ্গে নিয়েও প্রস্তুতি চলবে বলে দাবি বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতার। এমন ফল সে বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেননি খাড়গে। তবে কংগ্রেসের এহেন ফল নিয়ে দলের মধ্যেই নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এমনকি নেতৃত্ব নিয়েও প্রশ্ন কংগ্রেসে। অন্যদিকে পনৌতি ইস্যুতে রাহুল গান্ধীকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করতে নেমে পড়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। ফিরিয়েছিলেন KCR এর প্রস্তাব! তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসের সাফল্যের পিছনে যিনি জানা গিয়েছে, এই পরিস্থিতিতে বুধবারই ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডাকা হয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বুধবার বৈঠক ডেকেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি ইন্ডিয়া জোটের নেতাদের ফোন করে তাঁদের বৈঠকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন। বুধবার দিল্লিতে বৈঠক ডাকা হয়েছে। যদিও এই বৈঠকে কারা কারা উপস্থিত থাকবে তা স্পষ্ট নয়। তবে এহেন ফলাফলের পরেই কংগ্রেস যে একেবারে গা ঝাড়া দিয়ে ইয়ঠছে তা কার্যত স্পষ্ট। যদিও এই বিষয়টিকে বিশেষ পাত্তা দিচ্ছে না বিজেপি।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তিন দিনের বাসি খিচুড়ি খাওয়ানোর অভিযোগে ধুন্ধুমার

উত্তর দিনাজপুর ঃ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তিন দিনের বাসি খিচুড়ি খাওয়ানোর অভিযোগে ধুন্ধুমার। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মহিলা কর্মীদের টেনে হিঁচড়ে মাথায় খিচুড়ি ঢেলে বিক্ষোভ স্থানীয়দের।মঙ্গলবার রায়গঞ্জ ব্লকের বড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গৈতর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়।অভিযোগ, ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে প্রায়শই শিশুদের বাসি খিচুড়ি দেওয়া হয়। এমনকি শনিবার থেকে পাত্রে জমে থাকা খিচুড়ি সোমবারও বিতরণ করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর মঙ্গলবারও সেই ৩ দিন ধরে পাত্রে জমে থাকা খিচুড়ি বিতরণ করতে গেলে হাতেনাতে ধরে ফেলেন এলাকাবাসীরা। এরপর কর্মীদের সাথে গ্রামবাসীদের বচসা বাধে। বাসি খিচুড়ি ফেলে দিতে গেলে ওই খিচুড়ির বালতি কেড়ে নিয়ে হাতা দিয়ে কর্মীদের মাথায় ও শরীরে ঢেলে দেন বিক্ষোভকারীরা। যদিও ওই কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহিলা কর্মীর দাবী, রাধুনিদের বারংবার নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা একাজ করে। পালটা কেন্দ্রের রাধুনি কর্মীর বিরুদ্ধেই অভিযোগ তুলেছেন। যদিও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যাও জানিয়েছেন, এই কেন্দ্রের কর্মীদের বিরুদ্ধে একাধিকবার এই অভিযোগ এসেছে। তাই এদের অন্যত্র স্থানান্তরিত করার দাবী জানিয়েছেন তিনি।খবর পেয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের আধিকারিকরা।

বেআইনিভাবে মজুদ সারের গোডাউন সিল করল কৃষি দপ্তর

ধূপগুড়ি ঃ সোমবার বিকেলে ধূপগুড়ি শহরের সারের দোকানে রুটিন অভিযান চালায় কৃষি দপ্তর। এদিন জলপাইগুড়ির সহ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসক) পাপিয়া ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে অভিযানে উপস্থিত ছিলেন, ধূপগুড়ির সহ কৃষি অধিকর্তা তিলক বর্মন সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।কৃষি দপ্তরের রুটিন অভিযান চলাকালীন এদিন ধূপগুড়ি শহরের একটি সারের দোকানে হানা দেয় কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা। সেই সারের দোকানের স্টক রেজিস্টার খতিয়ে দেখে অসংগতি লক্ষ্য করেন কৃষি আধিকারিকরা। এরপর আধিকারিকরা হানা দেয় ওই ব্যবসায়ীর গোডাউনে। সেখানে বেআইনিভাবে মজুদ করা প্রচুর সংখ্যক সার দেখতে পাওয়া যায়। যার বৈধ কোন কাগজ দেখাতে পারেনি ওই ব্যবসায়ী। গোডাউনের পাশে আরেকটি ঘরে গোপন গোডাউনের হদিশ পেয়ে কৃষি আধিকারিকরা সেই ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে প্রথমে ওই ব্যবসায়ী অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কৃষি আধিকারিক পাপিয়া ভট্টাচার্যের ধমকে ওই ঘরটি খুলতে বাধ্য হয় ব্যবসায়ী। ওই গোপন গোডাউনে প্রবেশ করে কৃষি আধিকারিকদের চক্ষু চড়কগাছ! সেখানে বেআইনিভাবে মজুদ রয়েছে প্রচুর সংখ্যক অবৈধ সার। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই গোডাউনটি সিল করে দেওয়া হয়েছে। এদিনের অভিযান প্রসঙ্গে সহ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসক)পাপিয়া ভট্টাচার্য বলেন,ব্যবসায়ীর কাছ থেকে যা পেয়েছি তার তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী ব্যবসায়ীর কাছ থেকে জানতে চাইবো। প্রয়োজনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবিতে জয়নগর থানা ঘেরাও বামেদের

জয়নগর ঃ গত ১৩ নভেম্বর ভোর পাঁচটার সময় বাড়ির কাছে স্থানীয় মসজিদে নামজ পড়তে যাওয়ার সময় দুষ্কৃতিদের গুলিতে মৃত্যু হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি সইফুদ্দিন লস্করের(৪৭)।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,পাঁচ জন দুষ্কৃতীর ছোড়া গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় তাঁর শরীর। পালানোর সময় একজনকে ধরে ফেলেন ক্ষিপ্ত জনতা। অভিযোগ, গণপিটুনির জেরে মৃত্যু হয় সাহাবুদ্দিন লস্কর নামে ওই অভিযুক্তের। এরপর অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি হয়ে ওঠে বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের দলুয়াখাঁকি গ্রাম।গ্রামে প্রায় ২০-২৫ টি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় হামলাকারীরা। শুধু আগুন নয় ২০-২৫ টি বাড়িতে ব্যাপক লুটপাট চালানো হয়। এরপরও গোটা গ্রাম কার্যত পুরুষশূন্য হয়ে যায় ।গ্রামের মহিলা ও শিশুরা আশ্রয় দক্ষিণ বারাসাতের সিপিএমের দলীয় কার্যালয়। গ্রামবাসীদের আভিযোগ তৃনমূল নেতা সাইফুদ্দিন লস্করের খুনের ঘটনায় পর গ্রামের মধ্যে থাকা সিপিএম কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে বেচেবেছে হামলা ও আগুন লাগায় হামলাকরীরা।এরপর কেটে গিয়েছে কয়েকটা দিন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে গ্রাম। এরপর গ্রামের অসহায় মানুষদের সাহায্য জন্য এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল।গ্রামে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছানোর জন্য কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় সিপিএম। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের গ্রামে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে সামগ্রী বিতরণ করা হয়। দলুয়াখাকিতে বাড়িতে অগ্নি সংযোগের ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। কিন্তু এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এবার গ্রামের মানুষদের বাড়ি জ্বালানোর ঘটনায় সঙ্গে যুক্ত থাকা মূলক যুক্তদের গ্রেফতারের দাবি নিয়ে সোমবার জয়নগর থানা ঘেরাও কর্মসূচী নিলেন বাম নেতৃত্ব। সোমবার বিকালে সিপিএমের বর্ষিয়ান নেতা সুজন চক্রবর্তী ও কান্তি গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে কয়েক শো বাম কর্মী সমর্থকরা জয়নগর থানা ঘেরাও করে ।বামেদের পক্ষ থেকে দাবি, দলুয়া খাকিতে বাড়ি জ্বালানো ও লুটপাটের ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে ও সর্বস্বান্ত মানুষদের সমস্ত রকম ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব নিতে হবে প্রশাসনকে। এছাড়া নিরপেক্ষ তদন্ত করে তৃণমূল নেতা সাইফুদ্দিন লস্করের প্রকৃত খুনিকে গ্রেফতার করে কঠোরভাবে সাজা দিতে হবে। এই বিষয়ে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, আমরা এখন খুনের ঘটনার নিন্দা করি। জয়নগরে যে তৃণমূল নেতা খুন হয়েছে সে মাফিয়া নেতা পুলিশের ডাক মাস্টার। আজ তৃণমূলের নেতা নেতৃত্ব নিরাপদ নয়। পুলিশের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। একটা ফোনকে কেন্দ্র করে গোটা গ্রাম পুড়িরে দিল দুষ্কৃতীরা। পুলিশ এখনো কেন চুপ করে রয়েছে। আমরা এসেছি পুলিশ যাতে নিরপেক্ষ তদন্ত করে অভিযুক্ত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক।

বিজেপির তরফে এক পদযাত্রা ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হলো রামপুরহাটে

বীরভূম ঃ বীরভূমের রামপুরহাট রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে এবং আগামী ২৯শে নভেম্বর কলকাতা চলো কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে বিজেপির তরফে এক পদযাত্রা ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হলো রামপুরহাটে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বহু দলীয় নেতা কর্মী এই পদযাত্রায় অংশ নেন। দলের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা, শ্যামাপদ মন্ডল সহ আরো অনেকে। এদিন প্রতিবাদ সভার মঞ্চ থেকে রাজ্য সরকারের নিয়োগ দুর্নীতি,পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা অভাব সহ একাধিক অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন বিরোধী দলনেতা।.....

সেনা কর্মীর পরিচয় দিয়ে সল্টলেক ডিএল ব্লকের বৃদ্ধকে প্রতারণা, গ্রেফতার উজ্জয়ন মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা

কলকাতা ঃ সেনা কর্মীর পরিচয় দিয়ে সল্টলেক ডিএল ব্লকের বৃদ্ধকে প্রতারণা, গ্রেফতার উজ্জয়ন মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা অভিষেক মাকওয়ানা। গ্রেফতার করল বিধাননগর সাইবার গ্রক্রাইম থানার পুলিশ।
পুলিশ সূত্রের খবর চলতি বছর জানুয়ারি মাসে নিজের বাড়ি ভাড়া দেওয়ার জন্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দেন সল্টলেক ডি এল ব্লকের বাসিন্দা সুশীল কুমার। বিজ্ঞাপন দেখে তার কাছে একটি ফোন আসে এবং তাকে সেই ফোনে এক ব্যক্তি নিজেকে সেনা কর্মী পরিচয় দেয়। এবং সে বাড়ি ভাড়া নিতে ইচ্ছুক বলেও জানান। তিনি জানান তার ট্রান্সফারের কারণে সে সল্টলেকে বাড়ি ভাড়া খুঁজছে। এরপরেই তাদের কথোপকথন হতে থাকাকালীন সমস্ত নথিপত্র পাঠাতে বলে। এর পরে অনলাইন ট্রানজেকশনের জন্য তার কিউআর কোড পাঠাতে বলে। এরপরেই ঘটে বৃদ্ধর সাথে প্রতারণা। মুহূর্তের মধ্যেই দেড় লক্ষ টাকা তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও হয়ে যায়। তিনি প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে প্রথমে ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এরপরে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এ বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় প্রতারণার অভিযোগ করেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তথ্য খতিয়ে দেখে উজ্জয়ন মধ্যপ্রদেশে হানা দেয় সাইবার ক্রাইম থানার তদন্তকারী অফিসাররা।

রাসের শোভাযাত্রা দেখতে হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমায় দাঁইহাট শহরে

পূর্ব বর্ধমান ঃ সোমবার রাস উৎসব তার আগেই, রবিবার রাত থেকে জমজমাট হয়ে ওঠে দাঁইহাট শহর। বাংলার লোক উৎসব পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাটের রাস উৎসব। এই রাস উৎসব শতাব্দী প্রাচীন। রাসের শোভাযাত্রা দেখতে হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমায় দাঁইহাট শহরে। আগে দাঁইহাটে পটেরপুজো হতো। পটের পুজোর পরবর্তিতে প্রতিমার পুজো হয়। এই রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ক্লাবে থিমের পুজোর হয়। দাঁইহাটের নবারুণ সংঘ ও টাইগার ক্লাবের পুজো উদ্বোধন করলেন দাঁইহাট ব্লাড ডোনার এসোসিয়েশনের সভাপতি জয়দেব দত্ত। নবারুণ সংঘের প্যান্ডেল করা হয়েছে কাঠের পুতুল কুলো দিয়ে। ঠাকুর হলো কালি। এই সংঘের পক্ষ থেকে একটি পত্রিকা উদ্বোধন করা হয়। টাইগার ক্লাবে মা শেরাবালী পূজা করা হয়। এইবার ক্লাবের পূজা ৩১বছরে পরলো। পুজো উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিল প্রতিবন্ধী ছাত্র সহ দাঁইহাট ব্লাড ডোনার এসোসিয়েশনের সদস্য এবং ক্লাবের সদস্যরা। এইদিন দাঁইহাটের বৌদ্ধ সংঘের পুজো উদ্বোধন করলেন কাটোয়ার এসডিপিও কৌশিক বসাক। উপস্থিত ছিলেন কাটোয়া থানার আইসি তীর্থেন্দু গাঙ্গুলি,দাঁইহাট পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার রায়,দাঁইহাট ব্লাড ডোনার এসোসিয়েশনের সভাপতি জয়দেব দত্ত,দাঁইহাট পুলিশ ফাঁড়ির অফিসার ইনচার্জ লাল্টু পান্ডে সহ অন্যান্যরা। এই সংঘে পাঁচ ভাই কার্তিক ঠাকুরের পুজো করা হয়। বৌদ্ধ সংঘ,নবারুণ সংঘ ও ক্লাব টাইগার প্রতিনিয়ত রক্তদান শিবির সহ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকে। পুজো মন্ডপ দেখতে বহু মানুষ ভিড় জমাচ্ছে। নবজাগরণ ক্লাবের পুজো মন্ডপের থিম করা হয়েছে রাজস্থানের তানেট মাতার মন্দির। এই ক্লাবে মহাপ্রভুর পুজো করা হয়। প্রথমদিনে নবজাগরণ ক্লাবের রাজস্থানের তানেট মাতার মন্দিরে উপচে পড়া ভিড় দর্শনার্থীদের। রাস্তায় রাস্তায় সেজে উঠেছে রঙিন আলোয়। দুর্গা পুজো কালীপুজো,কার্তিকপুজো ও জগদ্ধাত্রীপুজো কেটে যাওয়ার পরও উৎসব মুখর মানুষ রাস উৎসবেও নিজেদের গা ভাসিয়েছেন।

সকাল সাতটা পর্যন্ত খেজুরি বিধানসভা বাঁশগোড়া, কামারদা বাজার সহ বিভিন্ন এলাকার রাস্তার উপর কাঠের গুড়ি ফেলে যোগাযোগ অবরুদ্ধ করে দেয় বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা

খেজুরি ঃ খেজুরির বিজেপি নেতা রবীন মান্না'কে গ্রেফতারের প্রতিবাদে শনিবার রাতের অন্ধকারে মারিশদা থানায় গিয়ে পুলিশকে ধমক দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন সোমবার সকাল ৬ টা থেকে সন্ধ্য ৬ টা পর্যন্ত খেজুরি বনধ হবে। বিরোধী দলনেতার কথা মতো আজ সকাল থেকেই কার্যত সেই চিএ ফুটে উঠলো খেজুরি বিধানসভার বিস্তীর্ণ এলাকায়। সকাল সাতটা পর্যন্ত খেজুরি বিধানসভা বাঁশগোড়া, কামারদা বাজার সহ বিভিন্ন এলাকার রাস্তার উপর কাঠের গুড়ি ফেলে যোগাযোগ অবরুদ্ধ করে দেয় বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। যদিও বেলা বাড়ার সাথে সাথেই কিছু কিছু এলাকায় দোকানপাট খুলতে শুরু করে। ধীরে ধীরে বেশ কিছু এলাকার জনজীবন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। সকাল থেকে বনধ সফল করতে মাঠে নেমে পড়েছে বিজেপি নেতৃত্ব থেকে কর্মী সমর্থকেরা। পাশাপাশি জনজীবন স্বাভাবিক করতে কার্যত মাঠে নেমে পড়েছে পুলিশ কর্মীরাও। কোথাও কোথাও রাস্তার উপর কাঠের গুড়ি সরিয়ে স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালিয়ে যায় পুলিশ। কিন্তু আবারও বিজেপি কর্মী সমর্থকরা রাস্তার উপর কাঠের গুড়ি ফেলে বনধ সফল করার চেষ্টা করছেন। মাঝেমধ্যে পুলিশ কর্মীদের সাথে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বাক বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। এক কথায় বলা যেতে পারে বিরোধী দলনেতার ডাকা ১২ঘণ্টার বনধে আংশিক প্রভাব পড়লো খেজুরীতে...

২৯শে নভেম্বর কলকাতায় বিজেপির সমাবেশে যোগ দিতে কর্মীরা আলিপুরদুয়ার থেকে রওনা হয়েছেন

আলিপুরদুয়ার ঃ২৯ নভেম্বর কোলকাতাতে আয়োজিত বিজেপির বঞ্চিতদের সমাবেশ প্রতিসভায় যোগ দিতে দলে দলে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা কালচিনির হ্যামিল্টণগঞ্জ, হাসিমারা রেল স্টেশন থেকে ট্রেনে করে কোলকাতা উদ্দেশ্যে র ওনা দিতে শুরু করল। সোমবার থেকেই বিজেপি কর্মী সমর্থকরা র ওনা দিতে শুরু করেছে। বিজেপি নেতৃত্বরা জানান আজকে অনেক কর্মী সমর্থক যাচ্ছে আগামীকাল ও প্রচুর কর্মী সমর্থক যাবে। আগামীকাল স্পেশাল ট্রেন রয়েছে।

কোচবিহারের রাস উৎসবে এবার ছোট্ট রাসচক্র কেনার সুযোগ পাচ্ছেন ভক্তরা

কোচবিহার ঃ মদনমোহনের রাস উৎসবে এবার রাসচক্র ঘোরানোর পাশাপাশি রাসচক্রের অনুকরণে তৈরি ছোট্ট রাসচক্র কেনার সুযোগ পাচ্ছেন ভক্তরা।কোচবিহার রাস মেলার মূল রাস চক্রের আদলে ছোট ছোট রাস চক্র বানিয়ে মেলা প্রাঙ্গণে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরে বিক্রির ব্যবস্থা করলেন কোচবিহার এক নং কালীঘাট রোডের বাসিন্দা সুবল সূত্রধর। দুই আকৃতি এবং উচ্চতার রাস চক্র পাওয়া যাচ্ছে তার কাছে। ৬০০ টাকা থেকে শুরু করে বারো হাজার টাকা দামের পর্যন্ত রাস চক্র রয়েছে তার কাছে। হাজার হাজার ভক্ত সমাগম হয় কোচবিহার রাসমেলায়।তাদের হাতে এই রাস চক্র তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সুবল বাবুর এই উদ্যোগ। জানা যায় গত প্রায় একমাস থেকে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। একটি রাসচক্র বানাতে একদিনের বেশি সময় লাগে। মেলায় তার এই পরশা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলেই দাবি তার।

বাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হলেন কতব্যরত সিভিক ভলেন্টিয়ার

কলকাতা ঃ বাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হলেন কতব্যরত সিভিক ভলেন্টিয়ার।নাম বিমান চ্যাটার্জী। সোমবার মল্লারপুর বাইপাস মোড়ে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ডিউটি করছিলেন ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার। স্থানীয় সূত্রে জানাযায় রাস্তা পার করছিলেন কিছু পথচারীদের সেসময় মল্লারপুর বটতলার দিক থেকে বাহিনা মোড়ের দিকে যাচ্ছিলেন ওই বাইক আরোহী সে সময় কতব্যরত সিভিক ভলেন্টিয়ার তাকে দাঁড়াতে বললে সে না দাঁড়িয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। তখনই গুরুতর আহত হয় ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার। স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার করে প্রথমে মল্লারপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা। ঘটনাস্থলে মল্লারপুর থানার পুলিশ এসে বাইক ও বাইক আরোহী দুজনকে আটক করে।

বিজেপির কলকাতা চলো কর্মসূচি

কলকাতা ঃ বিভিন্ন দুর্নীতির প্রতিবাদে আগামী ২৯ শে নভেম্বর হতে চলেছে বিজেপির কলকাতা চলো কর্মসূচি তৃণমূলের যেখানে একুশে জুলাই এর সভা হয় অর্থাৎ ভিক্টোরিয়া হাউস এর সামনে সেখানেই সভা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তার আগে সোমবার প্রস্তুতির ছবি দেখা গেল ভিক্টোরিয়া হাউস এর সামনে

রাস পূর্ণিমার পূর্ণ তিথিতে অজয় নদীতে স্নান করতে তলিয়ে গেল যুবক

বীরভূম ঃ রাস পূর্ণিমার পূর্ণ তিথিতে অজয় নদীতে স্নান করতে তলিয়ে গেল যুবক
সোমবার সকালে এই ঘটনা ঘটে অজয় নদীর ভীমগড় ঘাটে ।
ঘটনা সূত্রে জানা যায় পরিবার ও প্রতিবেশীদের সাথে রাস পূর্ণিমার পূর্ণ স্নান করতে উখরার সারদার পল্লীর বাসিন্দা বছর চৌদ্দর মৃদুল বর্ণওয়াল ।
প্রতিবেশী দুই বন্ধুর সাথে স্নান করতে নামলে মৃদুল ও তার দুই বন্ধু জলের মধ্যে তলিয়ে গেলে , বাকি পূর্ণাথি ও এলাকার মানুষের প্রচেষ্টায় দুই বন্ধুকে উদ্ধার করা গেলেও অজয় নদীতে তলিয়ে যায় বছর চোদ্দোর উখরার সারদা পল্লীর বাসিন্দা মৃদুল বর্ণওয়াল ।
ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলের ছুটে আসে বীরভূম জেলার খয়রাশোল থানার পুলিশ ও পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ । অজন নদীতে তলিয়ে যাওয়া যুবকের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে।
একের পর এক অজয় নদীতে স্নান করতে এসে মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী ।

নর্দমার মধ্যে এক যুবকের মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য

হাওড়া ঃ হাওড়া ঘুসুড়ি শাম গার্ডেনের কাছে নর্দমার মধ্যে এক যুবকের মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।
সাতসকালে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পান শোরু নর্দমার মধ্যে আনুমানিক ৩৫ বছর বয়সী এক যুবকের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে এরপরেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন মালি পাঁচঘড়া থানা পুলিশ।
মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করে হাওড়া টিএল জয়সওয়াল, হসপিটালে নিয়ে যায় হসপিটাল কর্তৃপক্ষ মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে এই নর্দমার মধ্যে যুবকের মৃতদেহ কোত্থেকে এলো সেটা নিয়ে কিন্তু প্রশ্নচিহ্ন উঠছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন কেউ বা কারা তাকে মেরে এই নর্দমায় ফেলে দিয়ে চলে গেছে তবে আনুমানিক ৩৫ বছর বয়সী ওই যুবক এলাকার পরিচিত নয় বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন।পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখছেন মালিপাচঘরা থানার পুলিস ।

কাঁকসার রাজবাঁধ থেকে গোপালপুর হয়ে বামেদের ইনসাফ যাত্রা দুর্গাপুরের উদ্যেশ্যে রওনা দেয়

কাঁকসা ঃ গত ৩রা নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে বামেদের ইনসাফ যাত্রা। বিভিন্ন জেলা ঘুরে বামেদের ইনসাফ যাত্রা এসে পৌঁছায় কাঁকসায়।সোমবার সকাল ১১ টা থেকে কাঁকসার রাজবাঁধ থেকে গোপালপুর হয়ে বামেদের ইনসাফ যাত্রা দুর্গাপুরের উদ্যেশ্যে রওনা দেয়। বেকার যুবকদের কাজের দাবী, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বন্ধ কল কারখানা খোলার দাবি, ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিসহ একগুচ্ছ দাবিকে সামনে রেখে এদিন বামেদের ইনসাফ যাত্রায় প্ল্যাকার্ড পোস্টার নিয়ে কয়েক হাজার বাম কর্মী সমর্থক যোগ দেন।

ধর্মীয় ভেদাভেদের উর্ধ্বে মানুষের জন্য সেবার কাজই বড় ঃ জাভেদ খান

বসিরহাট ঃ 'মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখাই মানুষের ধর্ম।যারা মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজন রেখা টেনে দিতে চায় তাদের কাছে প্রশ্ন তাদের চিকিৎসা চলাকালে যখন রক্তের চাহিদা মেটানোর মতো কোন পরিষেবা নিতে হয় তখন কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায় দেখা হয় কি? তাহলে এই ভেদাভেদ কেন? উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়ার চণ্ডীপুরে এক অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই বললেন রাজ্যের ত্রাণ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের মণ্ত্রী জাভেদ আহমেদ খান। তিনি বলেন, সরকারি বা বেসরকারি দুভাবেই মানুষের জন্য কাজ করা যায়। মানুষ উপকৃত হলে জীবনের সেটাই বড় সাফল্য। এদিন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন আধিকারিক অন্যভাবে সমর্থ রফিকুল হাসান পরিচালিত ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনোরিটিস ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের উদ্যোগে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের হুইলচেয়ার, দুস্থদের কম্বল ও শীতবস্ত্র এবং অসহায় মেধাবী পড়ুয়াদের আর্থিক অনুদান তুলে দেন মণ্ত্রী জাভেদ আহমেদ খান। এদিন অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সিপিডিআর অল ইন্ডিয়া (মানবধিকার রক্ষা কমিশন) এর সম্পাদক বিপ্লব ঘোষ, বাদুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এর প্রতিনিধি রাকিবুর রহমান, আটঘরা সংহতি কেন্দ্রের সম্পাদক পলাশ বর্ধন, মছলন্দপুর ভেণ্ডার সমিতির সম্পাদক সুব্রত দে, তপশিলি ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও জেলা পরিষদ সদস্যের প্রতিনিধি ও মাইনরিটি সেলের রাজ্য সম্পাদক আশিক বিল্লাহ, সংগঠনের কর্মকর্তা আসিফ ইকবাল হাসান, হারুণ অল রশীদ, শিক্ষক ও সাংবাদিক এনামুল হক প্রমুখ। সংগঠনের চেয়ারম্যান রফিকুল হাসান জানান, আজকের এই অনুষ্ঠান বিশ্বনবী সা. স্মরণে। 'মহাবিশ্বের জন্যে শান্তিই একমাত্র সংস্কৃতি'। এই ভাবাদর্শ তুলে ধরার পাশাপাশি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনোরিটিস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার অসহায় দুস্থ মানুষদের স্বনির্ভর করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। দুর্ঘটনায় একটি পা হারিয়েও কলকাতা পুলিশের চাকরি থেকে অবসর নিয়ে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন রফিকুল হাসান। তার এই কর্মকাণ্ডের প্রতি সম্মান জানিয়ে মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ খান তাঁকে কুর্নিশ জানান।

বিরোধীদের চৈতন্য হোক শান্তিপুরের রাস এসে বললেন মদন মিত্র

নদিয়া ঃওদের কথা বলবেন না ওদের চৈতন্য হোক, আর শুভেন্দুর কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো, আমি এসেছি রাস উৎসব দেখার জন্য, আসুন সকলে মিলে উৎসবে সামিল হই। এদিন নদীয়ার শান্তিপুরের ঐতিহ্যবাহী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বাড়ির আরাধ্য দেবতা দর্শন করতে এসে এ কথা বললেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। প্রথমে তিনি বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী বাড়িতে প্রবেশ করে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামীর পরিবারের সাথে, এরপর মন্দির প্রাঙ্গনে যান, সেখানেই আরাধ্য দেবতা শ্যামসুন্দর জিও কে দর্শন করেন, এরপরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ও সরাসরি বিজেপিকে কটাক্ষ করেন মদন মিত্র। আর বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বলেন ওদের চৈতন্য হোক, ভগবান শুভ বুদ্ধি দিক, এর বাইরে আর কিছু বলার নেই। তবে সিবিআই মহুয়া মৈত্র ও রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য নিয়ে মদন মিত্র কে প্রশ্ন করতেই একগাল হেতে তিনি বলেন, ওর কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো।

আবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারিতে ভাঙলো রেল গেট,রেলগেট ভেঙে বিপত্তি

পূর্ব বর্ধমান ঃ মেমারি থানার জিটি রোডের উপর অবস্থিত রেল গেট ভাঙলো সোমবার মোটর ভ্যানের ধাক্কায়। এদিন রেল গেট পড়ার সময় তাড়াহুড়া করে একটি লোহার রড বোঝাই মোটর ভ্যান পাড় হতে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে ওই রেল গেটে আর তাতেই দুমড়ে মুচড়ে যায় ওই গেট। ঘটনা স্টলে মেমারি থানার পুলিশ এসে ওই ভ্যানটিকে আটক করে। গেট ভাঙার ফলে জিটি রোডের উপর দীর্ঘক্ষণ যানজটের সৃষ্টি হয়। আটকে পরে সব দেহের গাড়ি সহ একাধিক মাল ও যাত্রী বোঝাই গাড়ি। মানুষের দীর্ঘ দিনের অভিযোগ গেট পড়লে তিন চারটি ট্রেন পাস না হওয়া পর্যন্ত গেট খোলে না তার উপর গেট সংলগ্ন এলাকার রাস্তা প্রচন্ড খারাপ তাই কবে এখানে একটি ফ্লাইওভার হবে তার দিকে তাকিয়ে এলাকাবাসী। প্রায় আধ ঘণ্টা যানজটের পর রেল অধাকারিকরা এসে গেট মেরামতির পর যানজটের মুক্তি হয়।

ফের কলকাতায় প্রকাশ্যে কুপিয়ে খুন ৬৭ বছর বৃদ্ধের

কলকাতা ঃ ফের কলকাতায় প্রকাশ্যে কুপিয়ে খুন। এবার লেদার কমপ্লেক্স থানা এলাকায় বৃদ্ধের মৃত্যু। সোমবার তারদহ বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম ভোলা শেখ, বয়স ৬৭ বছর। পারিবারিক বিবাদের জেরে রবিবার রাতে তাঁর উপর হামলা চলে। এলোপাথাড়ি কোপেই প্রাণ হারান ভোলা শেখ। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি বলে খবর। তবে অভিযোগ উঠছে তাঁর ভাগ্নি জামাইয়ের বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর সাতষট্টির ভোলা শেখ পেশায় জনমজুর। শরিকদের সঙ্গে পারিবারিক বিবাদ চলছিল। তা নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অশান্তি লেগে থাকত। সোমবার সকালে বাড়ি থেকে চা খেতে বেরন ভোলা। অভিযোগ, সেসময়ই তারদহ বাজার এলাকায় তাঁকে ঘিরে ধরে একদল দুষ্কৃতী। এর পরই চলে হামলা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যের অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার যুবক

শিলিগুড়ি ঃ ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে এক শিশু কন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার এক যুবক। নকশালবাড়ির ঢাকনা মৌজা এলাকার ঘটনা। ধৃতের নাম সুজয় বর্মন। রবিবার নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতকে আগামীকাল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ গত কয়েকদিন আগে দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর অভিযুক্ত মেয়েকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। গোটা ঘটনায় অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানান নির্যাতিতার পরিবার।

২রা ও ৩রা ডিসেম্বর কোচবিহার জেলার সমস্ত বুথে ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে আন্দোলনে নামবে তৃণমূল কংগ্রেস

কোচবিহার ঃ দুই এবং তিন ডিসেম্বর কোচবিহার জেলার সমস্ত বুথে ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে আন্দোলনে নামবে তৃণমূল কংগ্রেস। কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত ব্লক সভাপতিদের নিয়ে বৈঠক করেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। আজ সন্ধ্যায় বৈঠক শেষ একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিজিৎ দে ভৌমিক জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দুই এবং তিন ডিসেম্বর প্রতিটি বুথে বুথে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা মিছিল সংঘটিত করবে। ১০০ দিনের কাজ করেও শ্রমিকরা কেন্দ্রীয় সরকার বঞ্চনার কারণে তাদের কাজের টাকা পায়নি। সেই কাজের টাকার বুথে বুথে মিছিল হবে। সেই বিষয়ে সমস্ত বুথ সভাপতিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলার সমস্ত বিধায়ক তাদের নির্দিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রে নেতৃত্ব দেবেন। পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, জেলা পরিষদের সদস্য সকলেই এই মিছিলে অংশগ্রহণ করবে।

চুরির মালামাল সহ আটক ২

শিলিগুড়ি ঃ আবারো বড় সাফল্য পেল মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। জানা যায় গত ২৩ তারিখ শালবাড়ি ঢুক্রিয়া জোত এলাকার একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। খবর সূত্রে জানা যায় ওই বাড়ির ভেতরে থাকা দুটি ট্যাব খুকরি সহ বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র চুরি যায়। সেই ঘটনারই তদন্তে নেমে রবিবার পানিট্যাংকি এলাকা থেকে দুইজনকে গ্রেফতার করে চুরি যাওয়া সমস্ত জিনিস উদ্ধার করল মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ধৃত ব্যক্তিরা হল অমল তামাং , সে মিরিকের বাসিন্দা এবং টিংকু ছেত্রী সে পানিট্যাংকি এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই এর সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা নিয়ে পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। সোমবার ধৃত দুজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

জোড়া মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় অভিযুক্তের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে ডেপুটেশন নাগরিক চেতনার

জলপাইগুড়ি ঃ গত মঙ্গলবার সকালে দুটি ভিন্ন জায়গায় হোমগার্ড ছেলে ও মায়ের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার সাত দিন কেটে গেলেও এখনও কোনো অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়নি। সেই ঘটনার তদন্ত দ্রুত গতিতে হওয়ার দাবিতে সোমবার ময়নাগুড়ি থানায় ডেপুটেশন তুলে দিলেন ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনা। এদিন তারা থানায় ডেপুটেশন জমা দিয়ে জানান, শহরের বুকে এধরনের ঘটনায় মানুষ আতঙ্কিত। ঘটনার সপ্তাহ খানেক হলেও এখনো অভিযুক্ত ধরা পড়েনি। সেই কারণে দ্রুত অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হোক। এর পাশাপাশি তদন্তের গতি দ্রুত ভাবে হোক বলে জানান নাগরিক চেতনার সম্পাদক অপু রাউথ।

সাড়ম্বরে পালিত হলো মহাপুরুষ গুরু নানকের জন্মদিন

মালদা ঃ সাড়ম্বরে পালিত হলো মহাপুরুষ গুরু নানকের জন্মদিন । সোমবার পুরাতন মালদা পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের শর্বরী এলাকায় গুরুদুয়ারায় ধুমধাম করে পালিত হয় গুরু নানকের জন্মদিন। ৫৫৪ তম গুরু নানকের জন্মদিনে পুরাতন মালদার গুরুদুয়ারে উপস্থিত হয়েছিলেন ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা পুরসভার দুই চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী ও কার্তিক ঘোষ। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলেরা। একসময় ধর্ম প্রচারে বেরিয়ে ঝোপ জঙ্গলে ঘেরা পুরাতন মালদার এই শর্বরী এলাকায় মহাপুরুষ গুরুনানক বিশ্রাম নিয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন সেখানে কাটিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীতে গুরু নানকের ভক্তেরা পুরাতন মালদার সংশ্লিষ্ট এলাকায় গুরুদুয়ারা স্থাপিত করেন । তারপর থেকেই মহাসড়ম্বরে গুরু নানকের উৎসব গুরু কা বাগ নামক এই গুরুদুয়ারেতেই সারাদিন ধরেই নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দুঃস্থ মানুষদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই গুরুদুয়ারাতে আসেন।

গুরু নানকের জন্মবার্ষিকী গুরুদ্বারে পৌঁছেছেন মেয়র গৌতম দেবও

শিলিগুড়ি ঃ শিখ ধর্মের প্রবর্তক এবং প্রথম গুরু, গুরু নানকের জন্মবার্ষিকী শিলিগুড়িতে খুব জাঁকজমকের সাথে পালিত হল। গুরু নানক সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং সদাচারের উপর ভিত্তি করে একটি অনন্য ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শিলিগুড়ির সেবক মোড়ে অবস্থিত গুরুদ্বারায় সোমবার পুরো আড়ম্বরের সঙ্গে একটি উৎসবের আয়োজন করা হয়। গুরুদ্বারে লঙ্গারের আয়োজন করা হয়, যেখানে সবাই উঁচু নিচু ভেদাভেদ ভুলে এক সারিতে বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র গৌতম দেবও গুরুদ্বারে পৌঁছেছেন।

প' দিয়ে প্রবন্ধ লিখে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস'-এ নাম তুললেন মালদা জেলার বাসিন্দা

মালদা ঃ 'প' দিয়ে প্রবন্ধ লিখে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস'-এ নাম তুললেন মালদা জেলার বাসিন্দা সঞ্জয়কুমার দাস। তিনি রীতিমতো গোটা রাজ্য তথা দেশে আলোরণ ফেলে দিয়েছেন। তাঁর এই কৃতিত্বের কথা জানাজানি হতেই এখন চারিদিক থেকে শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে তাঁকে। সঞ্জয়বাবুর লেখা প্রবন্ধের শিরোনাম 'প্রজাপ্রজেশ্বর পরিকথা।' ৩৭১ শব্দ বিশিষ্ট এই বিস্ময়কর প্রবন্ধে প্রতিটি শব্দের আদ্যক্ষর 'প' দিয়ে। বাংলা সাহিত্যে অভিপ্রাস নিয়ে কাজ করে তাঁর এই সাফল্য। পেশায় শিক্ষক সঞ্জয়বাবু ইংরেজবাজার শহরের কৃষ্ণপল্লী এলাকার বাসিন্দা। তিনি ফরাক্কা আমতলা হাই স্কুলের বাংলা বিভাগের শিক্ষক। স্কুলে একদিন পরীক্ষার গার্ড দেওয়ার সময় 'প্রজা প্রজেশ্বর' কথাটি মাথায় আসে। ওই সেই শুরু। তারপর ধীরে ধীরে কয়েকটি 'প' আদ্যক্ষরযুক্ত শব্দ বসিয়ে বাক্য গঠন। একটি বাক্য থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি। এরপর আর থেমে থাকেন নি তিনি। আস্ত একটি প্রবন্ধ রচনা করে ফেলেন। যদিও এই যাত্রা খুব সহজ ছিল না তাঁর। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা অভিধান থেকে পছন্দের সমার্থক শব্দ খুঁজে তারপর বাক্য সম্পূর্ণ করতে বেশ সময় লেগে যায়। গত মার্চ মাস নাগাদ তিনি এই বিস্ময়কর প্রবন্ধ লেখা সম্পূর্ণ করেন। গত জুন মাস নাগাদ অসমের একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেখান থেকেই 'ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস'-এ নাম তুলে ফেলেন তিনি। ২০১৭ সাল থেকে তিনি লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। পড়াশোনার পাশাপাশি লেখালেখির কাজও এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এরপর এই ব্যতিক্রমী লেখার দিকে ঝোঁক বাড়ে তাঁর। এই সম্মান পেয়ে আপ্লুত সঞ্জয়বাবু জানান, 'এই সম্মান পেয়ে আমি খুশি। আনন্দিত আমার আত্মীয়পরিজনেরাও। প্রত্যেককে এভাবে চেষ্টা করে যেতে হবে। আমি চাই, আমাকেও ছাড়িয়ে যাক সব।' তাঁর এই প্রবন্ধ ক্ষমতা দখল, তার অপপ্রয়োগ এবং এর ফলে সাধারণ মানুষ কী করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, সেই বিষয়ই তুলে ধরা হয়েছে।

সমগ্র উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত এবং অনুন্নত এলাকা, সেজন্যই বারবার বিচ্ছিন্নতাবাদী আওয়াজ ওঠে অধীর রঞ্জন চৌধুরী

শিলিগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গ বঞ্চনার শিকার। আর সেই কারণেই বারবার বিচ্ছিন্নতাবাদী আওয়াজ ওঠে। কিন্তু এই আওয়াজ ওঠার মূল কারণই হলো আর্থিক, সামাজিক দিক দিয়ে অনুন্নয়ন। রাজ্য ও কেন্দ্রর সরকার উত্তরবঙ্গের মানুষদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। কেউ তাদের সমস্যার সমাধান করছে না। আর সেই কারণেই ওই আওয়াজ উঠছে। সোমবার পূর্ত দপ্তরের বাংলোতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বললেন প্রদেশ কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি তথা সংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। পাশাপাশি এদিন তিনি ক্যাস ফর কোশ্চেন ইস্যুতে মহুয়া মিত্রের পাশে দাঁড়ান। তিনি সাফ জানিয়ে দেন মহুয়া মিত্রকে বহিষ্কার করতেই প্রতি হিংসার রাজনীতি করছে কেন্দ্র সরকার। এছাড়াও এদিন উত্তর কাশি ঘটনায় কিন্তু সরকারের গাফিলতি রয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি।

শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাকে চিঠি লিখবেন এবং উত্তরবঙ্গে তদন্তের আবেদন করবেন

শিলিগুড়ি ঃ শিক্ষাক্ষেত্র থেকে নিয়োগ। রাজ্যে একের পর এক দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে সিবিআই এবং ইনফোর্সমেঃট ডিরেক্টরেট। গ্রেপ্তার হয়েছে মন্ত্রী থেকে বিধায়ক। কিন্তু সেই সব দুর্নীতির শিকড় উত্তরবঙ্গতে ছড়িয়ে থাকলেও উত্তরবঙ্গে তদন্তের সেরকম সফলতা দেখাচ্ছেনা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি। আর সেই কারণেই এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাতে চিঠি দিয়ে দুর্নীতির তদন্তের কিনারা করতে উত্তরবঙ্গে তদন্তের জন্য আবেদন জানাবেন শিলিগুড়ি বিধায়ক শংকর ঘোষ। সোমবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট তবে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে ওই বিষয়ে জানান তিনি। পাশাপাশি এই দিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সাধারণ সম্পাদক রাজু সাহা অন্যান্যরা। শংকর ঘোষ বলেন, রাজ্যে ঘটে চলা একের পর এক দুর্নীতির শিকর উত্তরবঙ্গ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। সেইসব তদন্তের কিনারা করতে উত্তরবঙ্গে আসা প্রয়োজন রয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির। কিন্তু তারা সেই ভাবে তৎপর নয়। শুধু তাই নয়। উত্তরবঙ্গে চলছে অবৈধভাবে ক্রাসার, মাইন। জঙ্গলের পর জঙ্গল কেটে সাফ করে দিয়ে তৈরি হচ্ছে অবৈধ নির্মাণ। সেইসব তদন্তের কিনারা করতেও আমি আবেদন জানিয়েছি সংস্থাকে।

গুরু নানক জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত রক্তদান শিবির

জলপাইগুড়ি ঃ 'রক্তদান জীবন দান'। এটি শুধু কথার কথা নয়। মুমূর্ষু মানুষের জীবনকে সুনিশ্চিত করতে এটি একমাত্র পদক্ষেপ। আমাদের প্রত্যেকের এই মহান কাজে এগিয়ে আসা উচিত। আর এই কাজেই ব্রতী হয়ে অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামন্ডলের ডেঙ্গুয়াঝার শাখার উদ্যোগে গুরু নানক জয়ন্তীর শুভ দিনে অনুষ্ঠিত হলো স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। শিবিরের মোট ২৭ ইউনিট রক্ত জলপাইগুড়ি ব্লাড ব্যাংকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি ব্লাড ব্যাংক থেকে উপস্থিত ছিলেন ডঃ শেফালী বর্মন, কাউন্সিলর শ্রীমতি রুক্মিনী হালদার সহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। মহামন্ডলের দাদা ও ভায়েরা, পার্শ্ববর্তী জলপাইগুড়ি গভর্মেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর ছাত্ররা, এছাড়া সারদা নারী সংগঠনের বোনেরা সকলে মিলে এই শিবিরের রক্তদান করে করেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেঙ্গুয়াঝার শাখার সভাপতি শ্রী সুভ্রান্ত রায় চৌধুরী মহাশয় সহ সকল সদস্যবৃন্দ। শাখার সম্পাদক শ্রী অলক কুমার দে জানিয়েছেন, খুব সুষ্ঠুভাবে এই রক্তদান শিবির সকলের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রতি বছর যেভাবে শিবির করা হয় আগামী দিনগুলিতেও একই রকম ভাবে এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

রেফারিকে মারধরের অভিযোগে ফুটবলারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

জলপাইগুড়ি ঃ ফুটবল মাঠে রেফারিকে মারধরের অভিযোগে এক ফুটবলারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিয়েছিল জলপাইগুড়ি জেলা রেফারি অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের জেলা সভাপতি প্রধান হেমব্রম বলেন ওই খেলোয়াড় ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন। এই বিষয়টা মিটিয়ে নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে যেন কোনও ফুটবলার মাঠে অখেলোয়াড়সুলভ আচরণ না করেন তা সকলকেই দেখতে হবে।

মালদায় অনেক নতুন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে

মালদ ঃ বামনগোলা ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাবনগোলা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনস্থ কুমার পুর গ্রামে সেন্ট্রাল প্রসেসিং সোয়েলট ইউনিটের তৈরি করা হয় বামনগোলা ব্লকের তিনটি অঞ্চলের । জানা গেছে বাবন গোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারপুর শশানে শলিট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট তৈরি করে সেই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে এই ইউনিট চালু করা হয়েছে। এই পদ্ধতির কাজ যেমন বজ্র পদার্থ যেসব জিনিস পচেনা যেমন প্লাস্টিকের বোতল, ক্যারিবেগ প্লাস্টিকসহ বিভিন্ন বজ্র পদার্থ তিনটি ছোট ছোট গাড়িতে বিভিন্ন জায়গায় থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে এসে এই শলিট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট নিয়ে এসে জৈব সার তৈরি করা হবে। যা পরবর্তীতে জমিতে কাজে লাগানো হবে। এছাড়াও পরবর্তীতে গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন বজ্র পদার্থ সংগ্রহ করার সারজাম রাখা হবে।এ বিষয়ে বামনগোলা ব্লকের বিডিও রাজু কুন্ডু মহাশয় জানান -এই সলিট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের কুমারপুর শ্মশানে তৈরি করা হলো যা বিভিন্ন ধরনের বজ্র পদার্থ এই সলিড ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে জৈব সার তৈরি করা হবে। এই সিস্টেম বাবনগোলার বিভিন্ন অঞ্চলের তৈরি করা হবে। এদিন তিনটি অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বজ্র পদার্থ সংগ্রহ করা হয়।এদিন এখানে উপস্থিত ছিলেন বামনগোলা ব্লকের বিডিও রাজু কুন্ডু, মালদা দুই নম্বর জেলা পরিষদের মেম্বার অশোক সরকার, বাবন গোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ক্ষিতীশ মন্ডল সহ অন্যান্যরা।

দুর্বল বাঁশের সাঁকো ভেঙ্গে পড়ে গিয়ে আহত বাইক আরোহী, প্রতিবাদে স্থানীয়রা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার উপস্থিতিতে জ্বালিয়ে দিলো সেই বাঁশের সাকোঁ

জলপাইগুড়ি ঃ দুর্বল বাঁশের সাঁকো ভেঙ্গে পড়ে গিয়ে আহত বাইক আরোহী, প্রতিবাদে স্থানীয়রা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার উপস্থিতিতে জ্বালিয়ে দিলো সেই বাঁশের সাকোঁ। ঘটনায় রাতে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বিবেকানন্দ পল্লী এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে। জানা গেছে এদিন রাত ৮ টা নাগাদ স্থানীয় এক বাইক আরোহী ওই দুর্বল সাঁকো দিয়ে যাওয়ার সময় সাঁকোর একাংশ ভেঙ্গে নিচে পড়ে যায়। তার হাত ভেঙ্গে যাওয়ার পাশাপাশি গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়রা উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। অন্যদিকে এই ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকার মানুষজন রাতেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। ঘটনাস্থলে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা জয়া সরকার বিশ্বাস আসলে রাত ৯ টা নাগাদ তার উপস্থিতি সাঁকোটি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা। তাদের অভিযোগ গত পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থীরা সাঁকোর বদলে কালভার্ট নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছেন কিন্তু সেই আশ্বাস পূরণ করেনি কেউ। দ্রুত কালভার্ট নির্মাণ না করলে এর প্রভাব পড়বে আগামী লোকসভা নির্বাচনে। এদিকে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা আশ্বাস দেন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল অবসরপ্রাপ্ত এক শিক্ষকের

মালদা ঃ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল অবসরপ্রাপ্ত এক শিক্ষকের । সোমবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানার বহিরগাছি এলাকার রাজ্য সড়কে। দুর্ঘটনার পর ওই এলাকার সড়কে দীর্ঘক্ষণ যানজটে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পরে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় গাজোল থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের পাঠানো ব্যবস্থা করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম আনিসুর রহমান (৬৫)। তার বাড়ি গাজোলে রামনগর এলাকায় । এদিন ওই ব্যক্তি মোটরবাইকে করে কাজে যাচ্ছিলেন। বৈরগাছি এলাকায় একটি মিনি লরি দ্রুত গতিতে এসে মোটরবাইকের সজোরে ধাক্কা মারে। এরপরেই রাস্তায় মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। দুর্ঘটনার পর চালক পলাতক। পুলিশ গাড়িটিকে আটক করেছে।

কলকাতার ব্রিগেডে অমিত শাহের সভার সমর্থনে মিছিল করেছে শিলিগুড়ি জেলা বিজেপি

শিলিগুড়ি ঃ রাজ্য জুড়ে চলা দুর্নীতির প্রতিবাদ জানাতে আগামী ২৯ নভেম্বর রাজ্যে আসছেন দেশের সরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে একটি প্রতিবাদ সভা করার কথা রয়েছে তার। সেই সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে সোমবার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলটি ভেনাস মোড় থেকে শুরু হয়ে সেবক মোড়,এয়ারভিউ মোড় হয়ে পুনরায় ভেনাস মোড়ে এসে শেষ হয়। মিছিলে পা মেলান বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, জেলা সভাপতি অরুন মন্ডল সহ জেলা নেতৃত্ব।

ফুলবাড়ি আমবাড়ি তিস্তা ক্যানেল রোডের নাওয়াপাড়া ক্যানেল মোড়ে দুটি মালবাহী গাড়ির সংঘর্ষ

শিলিগুড়ি ঃ ফুলবাড়ি আমবাড়ি তিস্তা ক্যানেল রোডের নাওয়াপাড়া ক্যানেল মোড়ে দুটি মালবাহী গাড়ির সংঘর্ষ।সোমবার ভোরে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর নেই। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গন্ডারমোড় থেকে একটি মাল বোঝাই গাড়ি সাহুডাঙ্গির দিকে আসছিল।অন্যদিকে ফুলবাড়ি দিক থেকে একটি গাড়ি আমবাড়ির দিকে যাচ্ছিল।সেইসময় নাওয়াপাড়া ক্যানেল মোড়ে দুটি গাড়ির সংঘর্ষ ঘটে।ঘটনায় দুমড়ে মুচড়ে যায় একটি গাড়ির সামনের অংশ।যদিও ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। ঘটনাস্থলে ক্যানেলরোড ট্রাফিক আউটপোস্টের পুলিশ ও আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়িটিকে উদ্ধার করে।গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জগদ্ধাত্রী পুজোর বিসর্জনকে কেন্দ্র করে দুই গ্রামের দুই গোষ্ঠীর গন্ডগোলে মৃত ১, আহত ৪ ধৃত ২

কোচবিহার ঃ রবিবার রাতে জগদ্ধাত্রী ঠাকুর বিসর্জন কে কেন্দ্র করে দুই গ্রামের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বচশা থেকে কেন্দ্র করে গন্ডগোলের জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। এক গোষ্ঠীর উপর অপরগোষ্ঠীর হামলার অভিযোগ। ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয় আহত হয় আরো চারজন। ঘটনাটি ঘটেছে তুফানগঞ্জ -২ ব্লকের বারকোদালি -১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় । ঘটনার খবর পেয়ে বক্সিরহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রক্তাক্ত অবস্থায় আহতদের তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। অনুপ ডাকুয়া(৩৫) কে কর্তব্যরতর চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। গোটা ঘটনায় অভিযুক্ত সন্দেহে রাতেই দুই জন আটক করেছে পুলিশ। মৃত অনুপ ডাকুয়া দাদা অসিত ডাকুয়া জানান, গতকাল রাতে বিসর্জন শেষে অনুপ ডাকুয়া যখন বাড়ি ফিরছিল সেই সময় বেশ কয়েকজন তার ওপর হামলা করে। সেই হামলায় গুরুতর আহত হয় তার ভাই। তাকে তুফানগঞ্জ মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। আমরা চাইছি যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের কঠোর শাস্তি হোক।

জিএসটির হাতে আটক হওয়া দুটি লড়ি থেকে প্রায় ২৮ হাজার ৪০০ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধারে চাঞ্চল্য রায়গঞ্জে

উত্তর দিনাজপুর ঃ জিএসটির হাতে আটক হওয়া দুটি লড়ি থেকে প্রায় ২৮ হাজার ৪০০ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধারে চাঞ্চল্য রায়গঞ্জে।সুত্রের খবর, দিন কয়েক আগে ইটাহার সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে একটি সুতোর বস্তা বোঝাই লড়ি ও মালদার গাজোল সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়ক থেকে একটি বহুজাতিক নামী কোম্পানির ইলেকট্রনিকস ও বৈদ্যুতিক পন্য বোঝাই কন্টেইনারকে আটক করে এস.জি.এস.টি বিভাগ। লড়ি দুটিকেই রায়গঞ্জ স্টেট জিএসটির নিজস্ব পার্কি এ নিয়ে রাখা হয়। লড়ি দুটিকে চেকিং এর সময় চালকরা গা ঢাকা দেয়। অতঃপর দুটি লড়িতে সন্দেহ জনক কিছু থাকতে পারে বলে ধরে নিয়ে সার্চের জন্য এসজিএসটি বিভাগের তরফে রায়গঞ্জ থানায় খবর দেওয়া হয়। এরপর রবিবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত দুটি লড়িতে পন্য সামগ্রী খতিয়ে দেখতেই চক্ষু চড়কগাছ পুলিশ ও জিএসটি বিভাগের কর্মীদের। একটি লড়িতে সুতোর বস্তার আড়ালে প্রায় ৪২টি বস্তাবন্দী নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ও কন্টেইনারটিতে ইলেক্ট্রনিকস্ পন্যের আড়ালে প্রায় ২০০ কার্টুন নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়। প্রশাসনিক সুত্র বলছে, সব মিলিয়ে প্রায় ২৮ হাজার ৪০০ টি নিষিদ্ধ কাফ সিরাপের (ফেনসিডিল) বোতল উদ্ধার হয়েছে। যা কিনা শুধু উত্তরবঙ্গেই নয় গোটা রাজ্যে এমনকি উত্তরপূর্ব ভারতে এই বিপুল পরিমান নিষিদ্ধ ফেনসিডিল উদ্ধার বলে ওয়াকিবহাল মহলের দাবী। যদিও এই চক্রের কারা পান্ডা বা এগুলি কোথা থেকে নিয়ে কোথায় পাচার করা হচ্ছিল তা নিয়ে এখনো ধোয়াশা রয়েছে। সবটাই তদন্ত করতে ইতিমধ্যেই ময়দানে নেমে পড়েছে পুলিশ। যদিও এই বিপুল উদ্ধার নিয়ে পুলিশের বা জিএসটির কোনো আধিকারিকরা কেউই ক্যামেরার সামনে কোনো প্রতিক্রিয়া দেন নি। এখন পুলিশের তদন্তে কি উঠে আসে তাই দেখার।

বাইক চালককে বাঁচাতে গিয়ে জাতীয় সড়কের উপর উল্টে গেল গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি ছোটো ম্যাজিক গাড়ি

উত্তর দিনাজপুর ঃ বাইক চালককে বাঁচাতে গিয়ে জাতীয় সড়কের উপর উল্টে গেল গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি ছোটো ম্যাজিক গাড়ি। বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল স্হানীয়রা বলে দাবি স্হানীয়দের। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার তিন মাইল এলাকায় জাতীয় সড়কের উপর। স্হানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে একটি বাইক চালক রাস্তা পারাপারের সময় গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি ছোটো ম্যাজিক গাড়ির সামনে চলে আসে। এরপর গাড়ি চালক বাইক চালককে বাঁচাতে গিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি ছোটো ম্যাজিক গাড়িটি জাতীয় সড়কের উপর উল্টে গেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার গুলি। স্হানীয় তরিঘরি গাড়ি চালককে উদ্ধারের পাশাপাশি গ্যাস সিলিন্ডার গুলি উদ্ধারের গাছে হাত লাগিয়ে দেন। যদিও এই ঘটনায় হতাহত না হলেও বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল স্হানীয় বলে স্হানীয়দের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় চোপড়া থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল তিনটি হাতির

আলিপুরদুয়ারঃ ডুয়ার্সের রাজাভাতখাওয়ার জঙ্গলে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল তিনটি হাতির। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে বনদপ্তর ও রেলওয়ের উচ্চ অধিকারীকরা পৌঁছেছে। সোমবার সকালে আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ি গামী একটি পার্সেল ট্রেনের সামনে আচমকা একটি হাতির দল চলে আসে। ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তিনটি হাতির। যার মধ্যে একটি পূর্ণবয়স্ক একটি মাঝবয়সী হাতি ও একটি হাতির শাবক।

বোনেদের দীর্ঘায়ু কামনায় বোনফোঁটা অনুষ্ঠিত হলো মালদায়

মালদা ঃ কেউ কলেজ , বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া, কেউ শিক্ষিকা আবার কেউ গৃহবধু । সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে বোনেদের দীর্ঘায়ু কামনায় বোনফোঁটা অনুষ্ঠিত হলো মালদায়। রাজ্যের এই ধরনের কর্মসূচি প্রথম মালদায় শুরু হয়েছিল। যা ধীরে ধীরে এখন চার বছরে পদার্পণ করলো। সোমবার ইংরেজবাজার শহরের নজরুল স্মরণী এলাকার মালদার উঠোন নামক একটি উদ্যানে বোন ফোঁটার কর্মসূচি সাড়ম্বরে পালিত হয় । যেখানে শুধুমাত্র মহিলারাই এই অনুষ্ঠানে সামিল হয়েছিলেন। বোনদের মঙ্গল কামনায় একে অপরকে ফোঁটা দিয়ে এই কর্মসূচি পালন করেন। এদিন ৫০ জনেরও বেশি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া থেকে সরকারি কর্মচারী মহিলা এবং গৃহবধূরা এই বোন ফোঁটায় অংশ নিয়েছিলেন। ফুল, ধান, দূর্বা মাথায় ছিটিয়ে উলুধ্বনি আর শঙ্খ বাজিয়ে এই বোন ফোঁটার উৎসব পালিত হয়। তবে এই বোন ফোঁটার মাধ্যমেই মিষ্টিমুখ করার পাশাপাশি একে অপরকে ক্ষুদ্র উপহার দিয়েও সম্মান জানান। এদিন ইংরেজবাজার শহরে আসা মুর্শিদাবাদের এক গৃহবধূ রেজিয়া সুলতানা বলেন, আমি নজরুল সরণি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ এই বোন ফোঁটার আয়োজন দেখে অবাক হয়ে যায়। ওদের এই অনুষ্ঠানে আমিও অচেনা অতিথি হিসেবে অংশ নিই । বোনেরা বোনেদের দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনায় ফোঁটা দিচ্ছেন, এর থেকে আর ভালো কি হতে পারে। এই অনুষ্ঠানটি আমার কাছে খুব সুন্দর লেগেছে।

বোন ফোঁটার আয়োজককারী সদস্যা সুদেষ্ণা মৈত্র বলেন , চার বছর আগে বোন ফোঁটার পথ চলা শুরু হয়েছিল। আজও ঠিক সেই ভাবেই এই কর্মসূচি চলে আসছে। ধীরে ধীরে সদস্য সংখ্যাও বেড়েছে। বোনেরা বোনেদের মঙ্গল কামনায় এই কর্মসূচির আয়োজন করে আসছেন। আজকের সমাজের নারীরাও যে পিছিয়ে নেই, তা আমরা এই বোন ফোঁটার মাধ্যমেই মানুষের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়ে আসছি।

শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ার একটি ভাঙ্গাচোরার গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ার একটি ভাঙ্গাচোরার গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা চাঞ্চল্য ছড়ানো শহরে। সোমবার বিকেলে মাটিগাড়ার টুম্বাজোতের বেলডাঙ্গি এলাকার একটি কারখানায় আগুন লাগে। খবরটা ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। দমকল পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে কী কারণে আগুন লাগলো তা জানা যায়নি।

জাতীয় সড়কের ধারে এক মাছ বিক্রেতার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার

উত্তর দিনাজপুর - জাতীয় সড়কের ধারে এক মাছ বিক্রেতার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। গাড়ির ধাক্কায় ওই মাছ বিক্রেতার মৃত্যু হয়েছে বলে স্হানীয়দের অনুমান। সোমবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার তুতবাগান ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক এলাকায়। মৃত ওই ব্যক্তির নাম অধীন হালদার। বয়স আনুমানিক (৬০)। বাড়ি চোপড়া থানার রাঙ্গাগছ এলাকায়। স্হানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন বিকালে জাতীয় সড়কের ধারে ওই মাছ বিক্রেতাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পরে থাকতে দেখে। খবর জানাজানি হতেই এলাকার মানুষ সেখানে ভির জমাতে শুরু। স্হানীয়দের অনুমান গাড়ির ধাক্কায় ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় চোপড়া থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সম্পাদকীয়

হেনরি কিসিঞ্জার কেন চীনের কাছে 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরনো বন্ধু' ছিলেন

সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের মৃত্যুর ঘটনায় প্রশংসা আর স্মৃতিচারণে ভাসছে চীন, যদিও দেশ দুটির মধ্যে পরস্পরবিরোধী সম্পর্ক বিরাজ করছে। আপনি সবসময় চীনের জনগণের বন্ধু, শান্তিতে ঘুমান, এটি চীনের সামাজিক মাধ্যম ওয়েবুতে সবচেয়ে বেশী লাইক পাওয়া কমেন্ট। মি. কিসিঞ্জারের মৃত্যুর খবরটি আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এ সম্পর্কিত হ্যাশট্যাগ সবচেয়ে বেশি সার্চ হয় চীনে যা লাখ লাখ মানুষ দেখেছে। এটি একটি যুগের অবসান, শীর্ষ লাইক পাওয়া কমেন্টগুলোর একটি। আরেকজন লিখেছেন, তিনি কয়েক দশকের উত্থান পতনের সাক্ষী। এখনকার চীনযুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ে তিনি কি ভাবতেন, আরেকজন মন্তব্য করেন। মি. কিসিঞ্জারের চেষ্টায় ১৯৭৯ সালে ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের মধ্যে আলোচনা শুরুর আগে দুই দেশের সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিলো। যদিও সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়েছিলো প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সময়ে। তবে তার আগে রিচার্ড নিক্সন ছিলেন প্রথম প্রেসিডেন্ট যিনি ১৯৭২ সালে বেইজিংয়ে তার ঐতিহাসিক সফরে গিয়ে মাও জেদং এর সাথে সাক্ষাত করেন। এটি কয়েক দশকের উত্তেজনার অবসান ঘটায়। স্নায়ুযুদ্ধের সময়কালে মি. কিসিঞ্জার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির আলাদা একটি বৈশিষ্ট্য দাঁড় করান। আর এটিই পশ্চিমের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে চীনের সিদ্ধান্ত নেয়াকে প্রভাবিত করে। ১৯৭১ সালে তিনি নিজেই বেইজিং যান মি. নিক্সনের বৈঠকের ব্যবস্থা করতে। চীনের সামাজিক মাধ্যমে মি. কিসিঞ্জারকে নিয়ে যেসব কমেন্ট এসেছে তার বেশিরভাগেই তাকে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক সুন্দর করার সময় থেকে একজন পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবেই সম্মান ও মর্যাদার সাথে তুলে ধরা হয়েছে। ওই সময়টিতে আমেরিকা সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথেও আলোচনার চেষ্টা করছিলো এবং আশা করছিলো যে চীনের সাথে ভালো সম্পর্ক উত্তেজনা কমাতে ভূমিকা রাখবে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ তখনো চরম পর্যায়ে। মি. কিসিঞ্জার একইসাথে শান্তি চুক্তির জন্য প্রশংসিত আবার দ্রুত যুদ্ধ শেষ না করার জন্য সমালোচিত। লাওস ও কম্বোডিয়ায় বোমাবর্ষণে ভূমিকার জন্য তাকে যুদ্ধাপরাধীও বলা হয়। লাখ লাখ বেসামরিক মানুষ তখন নিহত হয়েছিলো। ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়া অপছন্দনীয় হলেও যুক্তরাষ্ট্র চীন সুসম্পর্কের সূচনার ক্ষেত্রে তার ভূমিকাই চীনে বড় করেই দেখা হয়। চীনের মানুষের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশী পরিচিত আমেরিকান। দেশজুড়ে এখন ইতিহাসের ক্লাসেও তার নাম বলা হয় এবং অনেকেই তাকে দেখেন বন্ধুভাবাপন্ন পশ্চিমা হিসেবে। তার কয়েক দশকের ক্যারিয়ারে চীনের সাথে মি. কিসিঞ্জারের বিভিন্ন বিষয়ে যে সংশ্লিষ্টতা সেটিই তাকে মনে রাখার মতো কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম। চীন হলো সেই দেশ যার সাথে আমার দীর্ঘ সময়ের এবং গভীর যোগাযোগ আছে। চীন আমার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে, তিনি ২০১১ সালে চীনা রাষ্ট্রায়ত্ত মিডিয়ার সাথে সাক্ষাতকারে বলেছিলেন। বিদেশী অল্প কয়েকজন নেতার মধ্যে তিনি একজন যিনি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির পাঁচটি প্রজন্ম অর্থাৎ মাও থেকে শি জিনপিং এর সাথে কাজ করেছেন। ওয়েবুতে এক পোস্টে রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশন সিসিটিভি তাকে উল্লেখ করেছে 'লিভিং ফসিল' হিসেবে যিনি দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিবর্তনের সাক্ষী হয়ে আছেন। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার সমর্থন ছিলো দারুণ শক্তিশালী। তিনি ১৯৮৯ সালে তিয়েনমান স্কোয়ারে ছাত্র বিক্ষোভে নৃশংস দমন অভিযানকে 'অনিবার্য' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। ১৯৮৯ সালে ওয়াশিংটন পোস্টে এক লেখায় তিনি লিখেছিলেন, এই নৃশংসতা ছিলো দুঃখজনক। কিন্তু তিনিই আবার সেখানে লিখেছিলেন দুনিয়ার কোন সরকারই তার রাজধানীর একটি প্রধান চত্বর আট সপ্তাহ ধরে লাখ লাখ বিক্ষোভকারীদের দখল করে রাখাকে মেনে নিবে না। তিনি লিখেছেন দু'দেশের সম্পর্ক ঝুঁকিতে ফেলতে পারে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার এমন ইস্যুতে চীন আমেরিকার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।সাম্প্রতিক বছরগুলোতেও মি. কিসিঞ্জারকে বারবার ডাকা হয়েছে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা নিরসনে।

১৯৭১ সালে ভারত যেভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়েছিল

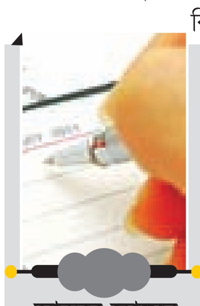

আকবর হোসেন
প্রাবন্ধিক

১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর বিকেল। এ সময় ভারতের তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল স্যাম মানেকশ'র একটি টেলিফোন আসে ভারতের ইস্টার্ন আর্মির চিফ অফ স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল জ্যাক জেকবের কাছে।

জেনারেল জেকবকে সেনাপ্রধান মানেকশ যে বার্তা দিয়েছিলেন সেটি হচ্ছে, পাকিস্তানী বিমান থেকে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে এয়ারফিল্ডগুলোতে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে অবহিত করার জন্য জেনারেল জেকবকে পরামর্শ দেয়া হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতা সফরে এসে তখন রাজভবনে অবস্থান করছিলেন।

পাকিস্তান ভারতের ভেতরে বোমা ফেলার খবরে ভারতীয় সেনা কর্মকর্তারা মোটেও উদ্বিগ্ন হলেন না। বরং এ ধরণের একটি সংবাদের জন্য বরং ভারতীয় সেনা কর্মকর্তারা অপেক্ষায় ছিলেন।

'সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা' বইতে জেনারেল জেকব লিখেছেন, অরোরা (জগজিৎ সিং অরোরা) ছিলেন খুবই উৎফুল্ল। তিনি তার এডিসিকে মেস থেকে এক বোতল হুইস্কি আনার নির্দেশ দিলেন। আমরা বুঝে নিলাম যে আগামী বেশ কিছুদিন আর বিশ্রামের সুযোগ পাওয়া যাবে না।

তখন থেকে শুরু হয়ে যায় ভারতপাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধ। মাত্র ১৩ দিনের যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় পাকিস্তান।

এর আগে থেকেই ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই পশ্চিম সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করেছে।

পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে কোন সময় দুই দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে যাবার আশংকা করা হচ্ছিল বেশ কয়েকমাস আগে থেকেই।

ভারতের যুদ্ধে জড়ানো ছিল সময়ের ব্যাপার ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানী বাহিনী ঢাকায় গণহত্যা চালানোর পর পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ থেকে প্রায় এক কোটি শরণার্থী সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অবস্থান নেয়।

প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই ভারত পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে জড়িয়ে যায়।

১৯৭১ সালের ১৭ ই এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠিত হবার এক সপ্তাহের মধ্যেই ভারতের স্বীকৃতি চেয়ে চিঠি দেন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

কিন্তু কৌশলগত কারণে ভারত ছিল তখন সাবধানী।

বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার ভারতের মাটিতে বসেই পরিচালিত হতো। এতে ভারত সরকারের সর্বাত্মক সহায়তা ছিল।

এছাড়া মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা ভারতের মাটিতেই প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং ভারত তাদের অস্ত্র সরবরাহ করেছে।

অন্যদিকে এক কোটি বাংলাদেশী শরণার্থীকে সহায়তা করেছে ভারত।

পাকিস্তানী বাহিনীর গণহত্যা নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে বোঝানোর জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জুন মাস থেকে বিভিন্ন দেশে সফর শুরু করেন।

পাকিস্তানী বাহিনী কিভাবে গণহত্যা চালাচ্ছে এবং এর ফলে ভারত কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সে বিষয়টি বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানের কাছে তুলে ধরেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

প্রকৃতপক্ষে, সেসব সফরের মধ্য দিয়ে মিসেস গান্ধী পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হস্তক্ষেপের ভিত্তি তৈরি করেন।

১৯৭১ সালের ২৪শে মে ভারতের লোকসভায় এক বক্তব্যে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, যে বিষয়টিকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে, সেটি ভারতেরও অভ্যন্তরীণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইন্দিরা গান্ধীর সে ভাষণ ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ওয়েবসাইটে তুলে ধরা হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে যাওয়া শরণার্থীদের কথা উল্লেখ করে মিসেস গান্ধী বলেন, ভারতের ভূমি ব্যবহার করে এবং ভারতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে পাকিস্তান তাঁর সমস্যা সমাধানের করতে পারেন না । এটা হতে দেয়া যায়না।

১৯৭১ সালের মাঝামাঝি বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, সীমান্তে পাকিস্তানের সাথে সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি বোঝানোর জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের সাথে হোয়াইট হাউজে বৈঠক করেন ইন্দিরা গান্ধী।

মিসেস গান্ধীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ভারত পাকিস্তানকে আক্রমণ করতে পারে কি না? জবাবে মিস গান্ধী বলেন, আমি আশা করি ভারত সেটা করবে না। আমরা সবসময় শান্তির পক্ষে। আমরা আলোচনায় বিশ্বাস করি। তবে একই সাথে আমরা আমাদের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে ফেলতে পারি না।

ইন্দিরা গান্ধী বেশ জোর দিয়ে বলেন, পাকিস্তান আর আগের মতো হবে না। তিনি একই সাথে সতর্ক করে বলেন, প্রতিবেশী দেশে যা ঘটছে সে ব্যাপারে ভারত চোখ বন্ধ করে রাখতে পারে না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে ভারতের উদ্বেগ ও অস্থিরতা ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর থাকে।

একদিকে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া এক কোটি শরণার্থীর চাপ, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি - এ দুটো কারণে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করতে থাকে।

ভারত যে কোন সময় পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হস্তক্ষেপ করতে পারে - পাকিস্তান সরকারের মনে এই আশংকা বরাবরই ছিল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের অন্যতম উপদেষ্টা জি.ডব্লিউ চৌধুরীর মতে জুলাই মাসেই পাকিস্তান সরকার জানতে পারে যে ভারত সামরিক প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে , মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের গোপনে চীন সফর।

পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের সাথে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের সুসম্পর্ক ছিল।

ইয়াহিয়া খানের উপদেষ্টা মি. চৌধুরী তার 'লাস্ট ডেইজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান' বইতে লিখেছেন, হেনরি কিসিঞ্জার গোপনে চীন সফরে যাবার পথে রাওয়ালপিন্ডিতে গিয়েছিলেন।

মি. কিসিঞ্জার চীন থেকে ওয়াশিংটনে ফিরে যাবার পরে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে বলেছিলেন, ভারত যদি পূর্ব পাকিস্তানের আক্রমণ করে তাহলে চীন হস্তক্ষেপ করবে।

মি. কিসিঞ্জারের চীন সফরের পরেই ইন্দিরা গান্ধী বেশ বিচলিত হয়ে উঠেন। এক মাস পরেই ভারতরাশিয়া মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়। জি ডব্লিউ চৌধুরীর বর্ণনায় ভারতরাশিয়া মৈত্রী চুক্তির পরেই পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নেয়।

তিনি লিখেছেন, রাশিয়ার সাথে ভারতের চুক্তির পরেই পাকিস্তানের সামরিক সরকার বুঝতে পারে যে ভারতের সাথে একটি যুদ্ধ আসন্ন এবং সে যুদ্ধে পাকিস্তান পরাজিত হবেই।

১৯৭১ সালের অগাস্ট মাসে রাশিয়ার সাথে একটি মৈত্রী চুক্তি করে ভারত। এই বিষয়টি ভীষণ চিন্তায় ফেলে আমেরিকাকে। তখন আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার এই মৈত্রী চুক্তিকে 'বোম্বশেল' হিসেবে বর্ণনা করেন।

পাকিস্তানের সাথে ভারতের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে ভারতসোভিয়েত ইউনিয়ন চুক্তিকে দায়ী করেন মি. কিসিঞ্জার।

'হোয়াইট হাউজ ইয়ারস' বইতে মি. কিসিঞ্জার লিখছেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে থামাতে পারতো। কিন্তু তারা সেটা করেনি। প্রকৃতপক্ষে মৈত্রী চুক্তির মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধকে উসকে দিয়েছে। মি. কিসিঞ্জার লিখেছেন, ১৯৭১ সালের ২৪শে নভেম্বর ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানের সীমান্ত রেখা অতিক্রম করে ভেতরে ঢুকেছিল বলে ইন্দিরা গান্ধী স্বীকার করেন। একাজ তারা একবারই করেছিল বলে মিসেস গান্ধী বলেন।

মূলত সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনের কারণেই ভারত সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়াতে সাহস করেছে।

১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর ভারত পাকিস্তান আক্রমণের পর যুদ্ধে সরাসরি জড়িয়ে যায় ভারত।

১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর ভারতের পার্লামেন্টে দেয়া এক বিবৃতির মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন।

এর কয়েকদিন পরে, অর্থাৎ ৮ই ডিসেম্বর ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ এক রেডিও ভাষণে বলেন, আমাদের যোদ্ধারা এখন ভারতীয় সেনাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করছে এবং তাদের রক্ত আমাদের রক্তের ধারার সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাদের মাটিতে বইছে।

সে ভাষণে তাজউদ্দীন আহমেদ ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ভারত যুদ্ধে সরাসরি জড়িয়ে যাবার পরে মিত্র বাহিনী গঠন করা হয়। ভারতীয়রা যুদ্ধে জড়িয়ে যাবার কয়েকদিনের মধ্যেই যশোর, খুলনা, নোয়াখালী অতিদ্রুত ভারতীয় এবং মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। পাকিস্তানী বাহিনীর পরাজয় তখন শুধুই সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

১৪ই ডিসেম্বর মধ্যে মিত্রবাহিনী ঢাকার কাছে পৌঁছে যায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ যতই এগিয়ে যাচ্ছিল, পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তাদের মাঝে সমন্বয়হীনতার বেড়েই চলেছিল। রণকৌশল প্রশ্নে একেক জনের মত ছিল একেক রকম।

১৯৭১ সালের যুদ্ধ নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তৎকালীন উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যেসব বই লিখেছেন সেখানে একজন আরেকজনের উপর দোষ চাপিয়েছেন।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর চীফ অব জেনারেল স্টাফ ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুল হাসান খান।

জেনারেল গুল হাসান খানের বর্ণনা অনুযায়ী ভারতের সাথে যুদ্ধ লেগে যাবার আগের মাসগুলোতে সেনা হেডকোয়ার্টার যেন অকার্যকর হয়ে পড়েছিল।

পাকিস্তানের তৎকালীন শীর্ষ এই সামরিক কর্মকর্তা ১৯৭১ সালের যুদ্ধের ঘটনা প্রবাহ নিয়ে 'মেমোরিজ অব গুল হাসান খান' শিরোনামে একটি বই লিখেছেন।

সে বইতে তিনি লিখেছেন, জেনারেল নিয়াজি কখনো মনে করতেন না যে ভারত সরাসরি পাকিস্তানকে আক্রমণ করতে পারে। আমি অনুভব করলাম যে আমরা কেউ কারো কথা বুঝতে পারছি না। ভারত পাকিস্তানকে আক্রমণ করবে না - এ রকম আশ্বাস তাকে কে দিয়েছে আমার জানা ছিল না, লিখেছেন জেনারেল গুল হাসান খান। যুদ্ধের নীতি ও কৌশল সম্পর্কে পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তারা কতটা অন্ধকারে ছিলেন সেটির ধারণা পাওয়া যায় মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর বর্ণনা থেকে। ১৯৭১ সালে তিনি ঢাকায় অবস্থান করছিলেন এবং সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে বেসামরিক প্রশাসনের দেখাশোনা করেছেন।

জেনারেল রাও ফরমান আলী লিখেছেন, ভারতীয়দের আক্রমণের খবরটিকে 'ঠাট্টা' বলে মনে করেছিলেন সেনা গোয়েন্দা সংস্থার (আইএসআই) প্রধান।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের অন্যতম উপদেষ্টা জি ডব্লিউ চৌধুরী লিখেছেন, ভারতের পক্ষে সুপার পাওয়ার সোভিয়েত ইউনিয়ন সবদিক থেকে সহায়তা করেছিল। অন্যদিকে পাকিস্তানের পক্ষে আমেরিকা এবং চীন শুধু নৈতিক সমর্থন দিয়েছিল। এই দুই দেশের কাছ থেকে পাকিস্তান কোন সামরিক সহায়তা পায়নি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জি ডব্লিউ চৌধুরীর মতে, ১৯৭১ সালের যুদ্ধে পাকিস্তানকে পরাজিত করার পর ভারত এই উপমহাদেশে একটি আধিপত্যবাদী ভূমিকা পালন শুরু করে।

তবে বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য ভারতের ভূমিকাকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে বহু বাংলাদেশি।

স্বাধীনতাযুদ্ধে অবদানের জন্য ২০১২ সালে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মাননা জানানো হয় ৮৩জন বিদেশি নাগরিককে, যাদের মধ্যে ৩১জন ভারতীয় ছিলেন।

ইন্দিরা গান্ধীকে মরণোত্তর সম্মাননা জানানোর মধ্য দিয়ে সে আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছিল।

সাময়িকী

আমেরিকায় শিখ হত্যার পরিকল্পনাকারী কে এই ভারতীয় অফিসার 'সিসি১'?

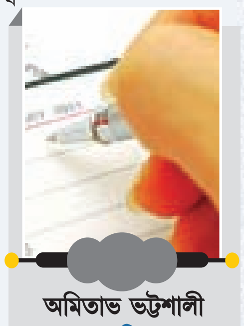

অমিতাভ ভট্টশালী
প্রাবন্ধিক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এক শিখ নেতাকে হত্যার ষড়যন্ত্রের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছে সে দেশের অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর, সেখানে বারে বারেই উঠে এসেছে এক ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তার কথা। ওই হত্যার চক্রান্তের অভিযোগ পত্রে ওই অফিসারের নাম অ্যাটর্নি জেনারেলর দপ্তর প্রকাশ করে নি, কিন্তু তিনি গোটা তদন্ত প্রক্রিয়া চলাকালীন যে ভারত সরকারের বেতন পেয়েছেন, সেটা উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগপত্রের কোথাও শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা গুরপতওয়ান্ত সিং পান্নুই যে ওই ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য ছিলেন, সেটা উল্লেখ করা নেই। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ আগে যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্র ফিনান্সিয়াল টাইমস এক খবরে জানিয়েছিল যে মি. পান্নুকে হত্যার একটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেছে মার্কিন প্রশাসন। মি. পান্নু ২০২০ সাল থেকে ভারতে ঘোষিত সন্ত্রাসী। অন্যদিকে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রক বলছে যে এটা যথেষ্ট উদ্বেগের, কিন্তু এরকম ঘটনায় কোনও অফিসারের জড়িত থাকা সরকারী নীতির পরিপন্থী।

মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর তাদের পুরো অভিযোগপত্রে বেশ কিছু সাঙ্কেতিক নাম ব্যবহার করেছে মূল ব্যক্তির পরিচয় আড়াল করতে। একমাত্র ব্যতিক্রম গ্রেপ্তার হওয়া ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তা। তার নাম প্রথম থেকেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাকে নির্দেশ দিতেন যে ভারত সরকারের কর্মচারী, তার সাঙ্কেতিক নাম দেওয়া হয়েছে 'সিসি১'।

মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর নিউ ইয়র্কের সাদার্ন ডিস্ট্রিক্ট আদালতে যে ১৫ পাতার অভিযোগপত্র দায়ের করেছে, সেখানে ওই ভারতীয় অফিসার 'সিসি১'-এর পরিচয় দিয়েছে এভাবে : তিনি ভারতীয় সরকার নিযুক্ত একজন 'সিনিয়ার ফিল্ড' অফিসার, যার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে 'নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা' আর 'গুপ্তচরবৃত্তি'। 'সিসি১' উল্লেখ করেছিলেন যে আগে তিনি ভারতের কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীতে (সিআরপিএফ) কর্মরত ছিলেন এবং 'যুদ্ধবিদ্যা' ও 'অস্ত্রশস্ত্র'-এর 'অফিসার প্রশিক্ষণ' নিয়েছেন। এই অভিযোগপত্রে পুরো সময়কালে 'সিসি১' ভারত সরকারের কর্মচারী ছিলেন, তিনি ভারতেই বসবাস করছিলেন, এবং ভারত থেকেই হত্যার ষড়যন্ত্রে নির্দেশ দিয়েছেন, লেখা হয়েছে ওই অভিযোগপত্রে। তবে ভারত সরকার বলছে তাদের কোনও কর্মচারীর বিরুদ্ধে এরকম ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ খুবই উদ্বেগের, কিন্তু এটা সরকারের নীতি নয়। বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী বলেন আমেরিকা ওই ষড়যন্ত্রের যে অভিযোগ করেছে, তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করেছে। একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মার্কিন আদালতে দায়ের করা মামলায় যেখানে ভারতীয় কর্মকর্তার সঙ্গে যোগের অভিযোগও করা হয়েছে সেটা উদ্বেগের বিষয়। আমরা আগেও বলেছি আবারো বলছি, এটা সরকারি নীতির পরিপন্থী, বলেন মি. বাগচী। অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তরের পেশ করা অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে যে ষড়যন্ত্রের শুরু হয় এবছর মে মাসের গোড়ার দিকে, আর ৩০শে জুন নিখিল গুপ্তা নামে এক অভিযুক্ত চক্রান্তকারী, যিনি আবার আন্তর্জাতিক মাদক ও অস্ত্র পাচারের সঙ্গেও যুক্ত বলে অভিযোগ, তাকে যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধের চেক প্রজাতন্ত্রের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এই দু মাস ধরে হত্যার চক্রান্ত চলছিল। চক্রান্তকারীদের মধ্যে কী কী কথা হয়েছে, প্রতিটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া হয়েছে অভিযোগপত্রে। ছয়ই মে, ২০২৩ : একটি এনক্রিপ্টেড মেসেজিং অ্যাপ্লিকেশনে 'সিসি১' (ভারতীয় যে অফিসারের কথা অভিযোগপত্রে লেখা হয়েছে) নিখিল গুপ্তাকে লেখেন :আমি ('সিসি১' নিজের নাম লেখেন)... আমার নামটা এই নামে (ওই অফিসারের ছদ্মনাম) সেভ করে রাখুন। মি. গুপ্তার সেই নামেই নম্বরটি সেভ করেন। কয়েক মিনিট পরেই ওই ভারতীয় অফিসার মি. গুপ্তাকে মেসেজ করে জানান যে একটি নিউ ইয়র্কে এবং আরেকটি ক্যালিফোর্নিয়ায় দুটি 'টার্গেট' আছে তার। মি. গুপ্তা উত্তর দেন : আমরা সব টার্গেটকে আঘাত করব। অভিযোগপত্রে লেখা হয়েছে যে 'সিসি১' যে টেলিফোন নম্বরটি ব্যবহার করছিলেন, সেটা ভারতের 'কান্ট্রি কোড'-এর এবং এমন একটি ইমেল অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত, যেটি এই ষড়যন্ত্র চলাকালীন নতুন দিল্লির আশেপাশের এলাকা থেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করে এক্সেস করা হচ্ছিল।

জানা অজানা

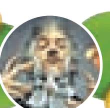

বোমা বর্ষণ তীব্রতর করেছে ইসরাইল

শনিবার গাজা ভূখন্ডে প্রাণঘাতী বোমা বর্ষণ জোরদার করেছে ইসরাইল। সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধবিরতি চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পর হামাসের সঙ্গে নতুন করে লড়াইয়ের দ্বিতীয় দিন চলছে।

শনিবার, গাজার দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিস এলাকায় হামাসের ৫০টিরও বেশি লক্ষ্যবস্তুতে বিমান, নৌ ও স্থল বাহিনী হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসরাইলি সামরিক কর্মকর্তারা। সেনাবাহিনী জানায়, তারা গাজার উত্তরাঞ্চলে হামলা চালিয়েছে। দুই দিন আগে আবার যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৪০০ টিরও বেশি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে তারা । গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবারের সহিংসতার একদিন আগেও ইসরাইলি বিমান হামলায় ফিলিস্তিনি ছিটমহলটিতে ১৮৪ জন নিহত হয়।

এদিকে সিরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার ভোরে দামেস্কের কাছে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরাইল। সামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী ইসরাইলের বেশিরভাগ ক্ষেপণাস্ত্রই ভূপাতিত করেছে বলে সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানায়। এতে কোন হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

দুবাইয়ে কপ২৮ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলনের ফাঁকে শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেছেন, হামাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাধারণ ফিলিস্তিনিদের হতাহতের সংখ্যা কমিয়ে আনতে পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে ইসরাইল। তবে গাজার দক্ষিনাঞ্চলে সামরিক অভিযানকালে উত্তরের মতো মৃত্যুর ঘটনা যাতে না ঘটে, সেই প্রতিশ্রুতি তারা রাখতে পারবে কিনা তা এখনো বলার সময় হয়নি। তিনি দুবাইয়ে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলন কপ২৮ 'এর ফাঁকে বলেন , আমরা দেখেছি আজ তাৎক্ষণিক ভাবে হৈসরাইল লোকজনকে এই তথ্য দিচ্ছে যে নিরাপদ স্থানগুলো কোথায় , কি ভাবে তারা ঝুঁকির জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। অবশ্য ব্লিংকেন এ কথাও বলেন যে এখনও এটা বলার সময় আসেনি যে ইসরাইল পুরোপুরি ভাবে তার এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে কীনা যে গাজার উত্তরাঞ্চলে যত বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল তেমনটি দক্ষিণাঞ্চলে ঘটবে না।ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গাজায় ইসরাইলের বিমান হামলা ও স্থল আক্রমণে ১৫ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত এবং হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছে।

পাঠকের চিঠি

২০৩০ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে এইডস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের অঙ্গীকার করলেন বাইডেন

শুক্রবার সারা বিশ্বে ৩৫ তম বার্ষিক এইডস দিবস পালন করা হয়েছে। এই দিনটিতে ১৯৮১ সালে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার পর থেকে এই রোগের জন্য দায়ী ভাইরাস এইচআইভি সংক্রমণে সারা বিশ্বে নিহত ৪ কোটি ৪ লাখ মানুষকে স্মরণ করা হয়। সারা বিশ্বে ৩ কোটি ৯০ লাখেরও বেশি মানুষ এইচআইভি সংক্রমণ নিয়ে বেঁচে আছেন, যার মধ্যে ১০ লাখেরও বেশি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। শুক্রবার এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র এইচআইভি সংক্রমণকে পুরোপুরি নির্মূল করার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। বাইডেন অঙ্গীকার করেন, ২০৩০ সালের মধ্যে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেওয়া এই ভাইরাস বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্যের প্রতি আর কোনো ঝুঁকির সৃষ্টি করবে না। বাইডেন জানান, তিনি এইডস সহায়তার জন্য প্রেসিডেন্টের দপ্তরের জরুনি পরিকল্পনা বা পেপফারের মেয়াদ আরও পাঁচ বছর বাড়ানোর পরিকল্পনা করছেন। হোয়াইট হাউস বলছে, প্রায় দুই দশক আগে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের আমলে শুরু করা দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগ পেপফার এখন পর্যন্ত ৫০টিরও বেশি দেশে ২ কোটি ৫০ লাখেরও বেশি মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে এবং জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা ও পরীক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষের মাঝে এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকিয়েছে।

সোমা, রাঁচি

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

স্বর্গদেউ চাউলুং চুকাফা এক মহৎ আদর্শের মাধ্যমে অসমীয়া জাতি নির্মাণ করেছিলেন বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসমে জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে স্বর্গদেউ চাউলুং চুকাফা যে পথ দেখিয়ে গেছিলেন সেই পথে অসমীয়া জাতি ৮ শতক অতিক্রম করেছে। জনগোষ্ঠীর মর্যাদা সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী স্বর্গদেউ চাউলুং চুকাফা এক মহৎ আদর্শের মাধ্যমে অসমীয়া জাতি নির্মাণ করেছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন বিভিন্ন সময়ে আসা প্রত্যাবানের ক্ষেত্রে বিচক্ষণ ভাবে মোকাবেলা করে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিকে তিনি রেখে যাওয়া অবদানের ফলে বর্তমান জাতিটিকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস এবং প্রেরণা দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি ।

প্রসঙ্গত ডিব্রুগড় জেলার টিন্খাং উচ্চতার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ময়দানে সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের সহযোগে এবং বৃহত্তর সাধারণ জনতার অংশগ্রহণের মাধ্যমে শনিবার অসম দিবস (চুকাফা) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অসম দিবস (চুকাফা) উপলক্ষে নিজের ভাষণে তিনি বলেন বর্তমান অসমীয়া জাতির প্রতি বিভিন্ন হুমকি এসেছে। কিন্তু ৮ শতক অতিক্রম করা, এক শক্তিশালী সংস্কৃতি আয়ত্ত করা, এক শক্তিশালী ভাষার অধিকারী হওয়া প্রায় তিন কোটি জনসংখ্যার অসমীয়া জাতির মৃত্যু নেই। এই জাতি জাতি অসমীয়া হিসেবে যুগ যুগ ধরে জীবিত থাকবে সেটার প্রত্যেকের সংকল্প নিতে হবে।

তিনি বলেন ত্রযোদেশ শতকের শুরুতে স্বর্গদেউ চাউলুং চুকাফার নেতৃত্বে টাই আহোমদের অসম আগমনের এই ভূখণ্ডে সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক আধ্যাত্মিক অর্থনৈতিক এবং বৌদ্ধিক ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলোকে আস্থায় নিয়ে রাজকীয় শাসন ব্যবস্থার সূচনা করে চাউলুং চুকাফা শাসন প্রণালী রাজনৈতিক দর্শন এবং জাতি গঠন প্রক্রিয়াকে এক বিশাল বৃত্তে সন্নিবিষ্ট করার ফলে এই ভূখণ্ডের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের বাতাবরণ গড়ে উঠেছিল। কৃষি ক্ষেত্রে চুকাফার মহান অবদান ছিল বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন স্থায়ী কৃষিকার্য এবং বসবাসের জন্য জমি নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কোন দিকের উপরে গুরুত্ব দিতে হয় সেটার সম্পর্কে প্রবল জ্ঞানী স্বর্গদেউ

চাউলুং চুকাফা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। চুকাফা পূর্ব অসমের গ্রামের জীবনের স্বরূপ পরিবর্তন করেছিলেন এবং সাধারণ জনতা কে এক সরল জীবিকার পদ্ধতি প্রদান করেন। এর মাধ্যমে অসমের ক্ষেত্রে এক সমৃদ্ধশালী রাস্তা খুলে গেছিল বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন কৃষি ছাড়াও রেশম শিল্পে চুকাফার অন্য এক অবদান ছিল। চুকাফার সময় থেকেই অসমীয়া রেশম মুগা এবং পাট প্রস্তুত করার এক সমৃদ্ধিশালী পরিবেশ অসমে গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া এটা এইভাবে গড়ে উঠেছিল যে আহোম রাজত্বের সময়ে অসমীয়া মানুষের বাইরে থেকে সাজ পোশাক আমদানি করার প্রযোজন ছিলনা। তিনি বলেন বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর নিয়ে মহামিলনের এক পরিবেশ গড়ার জন্য চুকাফা রেখে যাওয়া অবদানের জন্য বর্তমান অসমে জাতি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। আহমদের থেকেই এই রাজ্যের আদিবাসীরা তাদের ভাষা এবং সংস্কৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে অসমীয়া নামে পরিচিত হয়েছিল। রাজনৈতিক পরিপক্কতার মাধ্যমে নিজের শাসনের সীমা গঙ্গা পর্যন্ত বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া আহোম স্বর্গদেউ দের শাসনে অসমীয়া মানুষের ইতিহাস রচনায় বর্মন বংশের পরেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে। আহোম স্বর্গদেউ দের দূরদর্শী চিন্তাধারা এবং প্রজাবৎসল চেতনা এই ভূখন্ডে এক নতুন প্রশাসনিক ধারণার পরম্পরা শুরু করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেন আহোম শাসন ব্যবস্থার মর্ম মূলত ছিল প্রজা এবং তার মধ্যে সৃষ্টি হওয়া গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা। মোমাই তামুলি বরবরুয়া গ্রহণ করার নীতি শুধুমাত্র শাসন ব্যবস্থাকে নয় বরং তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনীতির এক নতুন ভিত্তি নির্মাণ করেছিল বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তিনি বলেন ৬০০ বছরের আহোম রাজত্বের শেষের ২০০ বছর স্থাপত্য কলার মাধ্যমে অসমের সমাজ জীবন এক আয়তন লাভ করেছিল। মহান স্বর্গদেউরা শক্তিশালী করা বৃহত্তর অসময়ে জাতির সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে বিশ্বের মানচিত্রে সবল ভাবে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে বর্তমান রাজ্য সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রের স্বীকৃতির জন্য ভারতের একমাত্র মনোনয়ন পাওয়া চড়াইদেউ মৈদাম ইউনেস্কো সচিবালয়ের প্রতিটি কারিগরি প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করেছে। ইতিমধ্যে ইউনেস্কোর প্রতিনিধি চড়াইদেউ মৈদাম পরিদর্শন করেছে। এরফলে অসমের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে এক উচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা এক সার্থক রূপ লাভ করেছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন বিহু ইতিমধ্যে গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছে। আহোম স্থাপত্য কলার অপূর্ব কারুকার্য রংঘরের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য রাজ্য সরকার ১২৪ কোটার কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে এক প্রকল্প রূপায়ণের পদক্ষেপ নিয়েছে। এই প্রকল্পে আহোম রাজত্বের ইতিহাস প্রদর্শন এর জন্য এক বিশাল জলাশয়ের চারদিকে নির্মাণ করা ফাউন্টেন শো, দুঃসাহসিক নৌকা বিহার, স্থানীয় হস্তশিল্পের প্রচারের জন্য দোকান, খাদ্য প্রেমীদের জন্য বিভিন্ন জাতি উপজাতীয় খাদ্য সামগ্রী সন্নিবিষ্ট থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসম দিবসের প্রতি সঙ্গতি রেখে প্রকাশিত স্মৃতি গ্রন্থ উন্মোচন করার পাশাপাশি সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিক্রমা উদ্যোগ বাণিজ্য এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান বিভাগের মন্ত্রী বিমল বরা, রাজস্ব এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের মন্ত্রী যোগেন মোহন, শ্রম এবং নিযোগ পেট্রোলিয়াম তথা প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় রাজ্য মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন, তরঙ্গ গগৈ, চক্রধর গগৈ, তেরশ গোয়ালা, বিনোদ হাজারিকা, ধর্মেস্বর কোওর, সোনোয়াল কছারি স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য টাংকেশ্বর সোনোয়াল প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

টাকার বিনিময়ে চাকরির এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে ফের দুইজন এপিএস অফিসারকে তলব

আদালতে দাখিল করা এসআইটির প্রতিবেদনে বিস্ফোরক তথ্য

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এক প্রকারের ভূমিকম্প সৃষ্টি করা কম্পমান এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে ব্যাপক তদন্ত অব্যাহত রেখেছে এসআইটি। ইতিমধ্যে হাইলাকান্দির এডিসি ত্রিদিব রয় এবং এবং যোরহাটের এডিসি আকাশী দুয়রাকে তলব করে এনে সাত ঘণ্টার থেকে বেশি সময় ধরে জেরা করে মুক্তি দিয়েছিল এসআইটি। এই ধারা অব্যাহত রেখে ফের কল্যাণ কুমার দাস এবং নবনিত শর্মা নামের দুইজন এপিএস অফিসারকে তলব করা হয়েছে। তাছাড়া এসআইটি এই কেলেঙ্কারি সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্ত অব্যাহত রেখে আদালতে দাখিল করা প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনে বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।

প্রসঙ্গত বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এপিএসসি কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকা ৩৭ জন অফিসারের তালিকা প্রস্তুত করেছে এসআইটি। এই তালিকা অনুযায়ী ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে তলব করে জেরা করা ছাড়াও তিনজন অফিসারকে গ্রেফতার করেছে এসআইটি। একই সঙ্গে সম্প্রতি এসআইটি হাইলাকান্দির এডিসি ত্রিদিব রয় এবং এবং যোরহাটের এডিসি আকাশী দুয়রাকে তলব করে এনে সাত ঘণ্টার থেকে বেশি সময় ধরে জেরা করে মুক্তি দিয়েছে। তাছাড়া এরই মধ্যে ১১ জন এপিএস, ৪ জন এপিএস সহ মোট ২১ জন অফিসারকে নিলম্বন করেছে রাজ্য সরকার।

এপিএসসি কেলেঙ্কারির তদন্তে নিযোজিত এসআইটি নিজেদের অভিযান অব্যাহত রেখে ফের কল্যাণ কুমার দাস এবং নবনিত শর্মা নামের দুইজন এপিএস অফিসারকে তলব করেছে। এরমধ্যে এপিএস কল্যাণ কুমার দাসকে ইতিমধ্যে চাকরি থেকে নিলম্বন করা হয়েছে। আগামী ৪ ডিসেম্বর দুইজন এপিএস অফিসার কল্যাণ কুমার দাস এবং নবনিত শর্মাকে গুয়াহাটি মহানগরের উলুবাড়ি স্থিত সিআইডি কার্যালয়ে হাজির হওয়ার জন্য সমন দেওয়া হয়েছে। এডিসি ত্রিদিব রয় এবং এবং যোরহাটের এডিসি আকাশী দুয়রাকে তলব করে এনে সাত ঘণ্টার থেকে বেশি সময় ধরে জেরা করার পর এবার এই দুই এপিএস অফিসারকে কত ঘন্টা ধরে জেরা করা হবে সেটা নিয়ে জল্পনা কল্পনা তুঙ্গে।

অন্যদিকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে এসআইটি এই কেলেঙ্কারি সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্ত অব্যাহত রেখে আদালতে দাখিল করা প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনে বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। তথ্য মতে বহু প্রার্থী এপিএসসি পরীক্ষায় বসেননি। কোনো কোনো প্রার্থী পরীক্ষায় বসলেও কিছু লেখেন নি। কারো উত্তর বই এর সঙ্গে আলাদা কাগজ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কারো পরীক্ষার পর নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। ওদালগুরি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসাবে কর্মরত থাকার পর গ্রেফতার হওয়া ঐশ্বর্য জীবন বড়ুয়ার রাজনীতি বিজ্ঞানের উত্তর বইতে জাল পৃষ্ঠা সংলগ্ন করা রয়েছে। অন্যদিকে যোরহাট জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসাবে কর্মরত থাকার পর গ্রেফতার হওয়া শাজাহান সরকারের ইংরেজি, আইন, সমাজ বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ের উত্তর বইতে জাল পৃষ্ঠা সংলগ্ন রয়েছে বলে জানা গেছে। তাছাড়া গোলাঘাটে নিযোগে অফিসার হিসাবে কর্মরত হিসাবে গ্রেপ্তার হওয়া এসিএস রাকেশ দাস পরীক্ষায় বসে ছিলেন কিন্তু খাতায় কিছুই লেখেন নি। ভাড়া করা ব্যক্তি লিখেছিলেন তার পরীক্ষার উত্তর।

একইভাবে যোরহাটের এডিসি আকাশী দুয়রা প্রশ্নোত্তর খাতায় পেয়েছিলেন ৩৩১ নম্বর। কিন্তু টেবিলুয়েশন সিটে আকাশী দুয়রার নম্বর ২২০ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এসিএস অফিসার ধ্রুবজ্যোতি হাতিবড়ুয়ার এপিএসসি মেইন্স পরীক্ষায় ৭১৭ নম্বর পেয়েছিলেন। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তার টেবিলুয়েশন সিটে ১১৭ নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এসিএস অফিসার ধীরাজ কুমার জৈন এপিএসসি মেইন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি। একইভাবে তার নম্বরও টেবিলুয়েশন সিটে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এপিএস কল্যান কুমার দাস এপিএসসি মেইন্স পরীক্ষায় ৫৮৬ নম্বর পেয়েছিলেন। পরে তার প্রশ্নোত্তর খাতায় ২৭০ নাম্বার যোগ করে দেওয়া হয়েছে। এপিএস ফারুক আহমেদ এপিএসসি মেইন্স পরীক্ষায় ৬৯০ নম্বর পেয়েছিল। কিন্তু তার টেবিলুয়েশন সিটে ৭৬ নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে সুনাম অর্জন করা মহানগরে কর্মরত হয়ে থাকা এপিএস নন্দিতা কাকতি এপিএসসি মেইন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি। তবে রহস্যজনক ভাবে বর্তমান তার প্রশ্নোত্তর খাতা বর্তমান সন্ধানহীন। এপিএস রুমির তিমুংপি এপিএসসি মেইন্স পরীক্ষায় ৫৭৮ নম্বর পেয়েছিলেন। কিন্তু তার প্রশ্নোত্তর খাতায় ২০০ নম্বর বৃদ্ধি করা হয়েছিল। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে ভাবে রুমির তিমুংপির প্রশ্নোত্তর খাতা বর্তমান রহস্যজনক ভাবে সন্ধানহীন। এদিকে এডিসিপি সুকন্যা দাসের দুটি জাল উত্তর বই উদ্ধার হয়েছে। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এখনো এপিএস সুকন্যা দাসকে নিলম্বন করা হয়নি। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মরত থাকা এপিএস কূলপ্রদীপ ভট্টাচার্য্য এপিএসসি মেইন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি। এপিএস অমলজ্যোতি দাসের নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

রঘুনাথপুর ফরেস্ট রেস্ট হাউসে প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন

দিব্যাঙ্গ জনের অধিকারের জন্য সর্বদা প্রস্তুত ঃহরেলাল মাহাতো

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ সরায়কেলা খার্সানা জেলার নিমডিহ ব্লকের রঘুনাথপুর ফরেস্ট রেস্ট ক্যাম্প কমপ্লেক্সে রবিবার দিব্যাঙ্গদিবস সমারোহ উদযাপনের আযোজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আজসু পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদক হরেলাল মাহাতো। হরেলাল মাহাতো ২১৫ জন দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিকে নিজের হাতে কম্বল দিয়ে সম্মানিত করেন। অনুষ্ঠানে দিব্যাঙ্গ জনের উদ্দেশে হরেলাল মাহাতো বলেন, আপনাদের সকলের দাবি পূরণের জন্য সংসদে সাংসদ চন্দ্র প্রকাশ চৌধুরীর মাধ্যমে আপনাদের আওয়াজ তোলা হবে। তিনি বলেন, আপনাদের সকলের সেবা দিতে আমি সর্বদা প্রস্তুত। তিনি বলেন, ঝাড়খণ্ড সরকার উন্নয়নের নামে জনগণকে ঠকাতে চাইছে। আপনার পরিকল্পনা, আপনার সরকার, ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেন সরকার আপনার দরজার কর্মসূচির নামে সরকারি কোষাগার লুট করছে। এই কর্মসূচি নিছক একটি প্রদর্শনী এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রাম প্রধান মহাসঙ্ঘের রাজ্য সহ সভাপতি বৈদ্যনাথ মাহাতো, সমাজকর্মী অমূল্য মাহাতো, ঝাড়খণ্ড দিব্যাঙ্গ জনের সুরক্ষা কমিটির সভাপতি ডাঃ অরুনেন্দ্র কুমার সিনহা, উপদেষ্টা সলিল মাহাতো, সুরজিৎ মাহাতো, ডাঃ চন্দ্র মোহন গোরাই, সুরেন্দ্র নাথ মাহাতো, আনন্দ প্রামাণিক, রঘুনাথ মাহাতো, গুণধর গোপ, খগেন মোদী, সুরজিৎ মাহাতো প্রমুখ।

টুকরো খবর

তিন রাজ্যে বিজেপির জয়ে মিষ্টি বিতরণ করেন কর্মীরা

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানের বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির ২০২৩ সালের বিজয়ে, ইচাগড় বিধানসভার কর্মীরা বিজেপি নেত্রী সারথি মাহাতোর নেতৃত্বে নিমডিহ এবং কুকরু ব্লক এলাকায় মিষ্টি বিতরণ করেছে। এই অনুষ্ঠানে সারথি মাহাতো বলেন, বিজেপি সবকা সাথ, সবকা বিকাশ নীতি অনুসরণ করে। তাই জনগণের ঝোঁক ভারতীয় জনতা পার্টির দিকে। জেলা কর্যসমিতি সদস্য বলরাম মাহাতো বলেন, জনসাধারণ ভারতীয় জনতা পার্টির নীতি ও আদর্শের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছে এবং তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। তিনি বলেন, এটা স্পষ্ট যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে গঠিত হবে এবং জনগণ সমস্ত রাজ্যে বিজেপির হাতে ক্ষমতার লাগাম তুলে দেবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইচাগড় বিধানসভার সাংসদ প্রতিনিধি মদন সিং সর্দার, জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য বলরাম মাহাতো, পুনম রজক, কল্পনা গোস্বামী, ব্লক সাধারণ সম্পাদক ভক্ত রঞ্জন মণ্ডল, সমীর মণ্ডল, কানহু দাস ওরফে কৃষ্ণ চন্দ্র গোস্বামী, পূর্ণ মাহাতো, ব্লক যুব সাধারণ সম্পাদক রমেশ মাহাতো, কুকড়ু ব্লক সভাপতি ভরত মাহাতো, জেলা আইটি সেলের কোইনচার্জ সুমন মুখোপাধ্যায়, ব্লক সাধারণ সম্পাদক বাসুদেব গোপ, ব্লক সহ সভাপতি নারায়ণ মাহাতো, নন্দদুলাল মাহাতো, দীপক দেব মাহাতো প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সাতসকালে ময়দান এলাকায় বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর

কলকাতা ঃ সাতসকালে ময়দান এলাকায় বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর অর্থাৎ মৃত ১, সঙ্কটজনক ২। সকাল ৬ টা নাগাদ ফোর্ট উইলিয়ামের দক্ষিণ গেটের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে খবর, খিদিরপুরের দিক থেকে ময়দানের দিকে পাশাপাশি আসছিল গাড়ি এবং বাইক।বাইকে ছিলেন তিন তরুণ। গাড়ির ধাক্কায় তিনজনই আহত হন। বছর ১৯-এর মহম্মদ শাহজাহান আনসারিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় SSKM এর ট্রমা কেয়ার সেন্টারে নিয়ে এসে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘাতক গাড়িটিকে ধরতে দ্রুত আশপাশের ট্রাফিক গার্ডদের সতর্ক করা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিড স্ট্রিটে গাড়িটির হদিশ মেলে। গাড়ি চালককে আটক করেছে ময়দান থানার পুলিশ। ডেকে পাঠানো হয়েছে গাড়ির মালিককে।

শান্তিনগরে যুবককে কাঁচি দিয়ে গলায় কোপ, কাঁচির কোপে মৃত্যু সাহেব আলীর (২২)

বিধাননগর ঃ ঠাকুর ভাসানের গান বাজানোর নিয়ে বচসার সূত্রপাত বচসার জেরে কাঁচির কোপ বলে অনুমান রক্তাক্ত অবস্থায় যুবককে প্রথম নিয়ে যাওয়া হয় যেন এন আর এসে সেখান থেকে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় . বেসরকারি হাসপাতালে মৃত বলে ঘোষণা সাহেব আলীকে কোপ মারে বিট্টু সর্দার এলাকায় দুষ্কৃতী হিসাবে পরিচিত বিট্টু এর আগে একাধিক দুষ্কৃতীমূলক কাজের সাথে যুক্ত ছিল বলে অভিযোগ ঘটনার পর থেকে পলাতক বিট্টু সর্দার এলাকার লোক বিট্টুর বাড়িতে চড়াও হয়.বিট্টুর স্ত্রীকে থানায় (বিধাননগর দক্ষিণ) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে.

আবহাওয়া আপডেট

কলকাতা ঃ আগামী কয়েক দিন কলকাতায় পরিষ্কার শুষ্ক আবহাওয়া এবং তাপমাত্রা থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কুড়ি ডিগ্রি দিয়ে ২১ ডিগ্রি কাছাকাছি থাকবে আমাদের সাউথ আন্দামানে সাউথ ইস্ট বেটে ২৭ তারিখ নাগাদ একটি নিম্নচাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে সেটা পরবর্তীকালে ২৯ তারিখ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। তার ফলে তাপমাত্রা কমবে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ দুই জেলাতে বৃষ্টিপাতের এই মুহূর্তে কোথাও কোনো সম্ভাবনা নেই পাঁচ থেকে সাত দিনে

সাইবার প্রতারণার শিকার স্বয়ং মহকুমা শাসক!

ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ সাইবার প্রতারণার নতুন কৌশল!এবার মহকুমা শাসকের নামে কখনো ফেসবুক একাউন্ট, কখনো আবার হোয়াটসঅ্যাপ খুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে প্রাতারিত করা হচ্ছে বিভিন্নভাবে। খোদ মহকুমা শাসকের ছবি দিয়ে ফেসবুক একাউন্ট বা ফোন নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ ডিপিতে মহকুমা শাসকের ছবি ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে মহকুমা শাসক এই নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাসের নামে প্রায় ১২ টির মতো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট চলাচ্ছে প্রতারকরা। এমনকি মোবাইল নাম্বারে হোয়াটস অ্যাপে মহকুমা শাসকের ছবি দিয়ে ট্রু কলারে নাম সেভ করেও বিভিন্নভাবে প্রতারিত করা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে! তবে পুরো বিষয়টি নিয়ে মহকুমা শাসক পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। এমনকি এলাকার সাধারণ মানুষকে সচেতন থাকার আবেদন জানিয়েছেন মহকুমা শাসক। খোদ মহকুমা শাসকের একাউন্ট খুলে সাধারণ মানুষ প্রতারণা শিকার হচ্ছেন সেটিও নিজের মুখে স্বীকার করলেন ঘাটালের মহকুমাশাসক সুমন বিশ্বাস। গোটা ঘটনায় ছড়িয়েছে তীব্র চাঞ্চল্য।

যেভাবে গার্দিওলার মন জিতেছিলেন পোস্তেকোগলু

প্যারিস ঃ গালভরা একটা নাম ছিল সেই ম্যাচের ইউরোজাপান কাপ। কিন্তু আসলে প্রাক মৌসুমের খুব সাধারণ একটা প্রীতি ম্যাচের বেশি কিছু নয়। ইউরোপের ফুটবলে ২০১৯-২০ মৌসুম শুরুর আগে জাপানের রাজধানী টোকিওতে ম্যানচেস্টার সিটি মুখোমুখি হয়েছিল ইয়োকোহামা এফ ম্যারিনোসের। প্রাসঙ্গিকভাবে আরও একটা তথ্য দিয়ে রাখা ভালো, ইয়োকোহামা ম্যারিনোস ক্লাবের কিছুটা মালিকানা আবুধাবির সিটি ফুটবল গ্রুপের, যারা ম্যানচেস্টার সিটিরও মালিক। ফলে আসলে ওটা ছিল অনেকটা 'বড় ভাই'য়ের বিপক্ষে 'ছোট ভাই'য়ের লড়াই। এ রকম ম্যাচ হয় সাধারণত পিকনিক মেজাজে। কিন্তু তা হয়নি। ম্যানচেস্টার সিটির কোচ পেপে গার্দিওলা ভাবতেও পারেননি, ওই ম্যাচে তাঁর দলকে এত কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে। না, সিটি হারেনি। জিতেছিল ৩-১ গোলে। কিন্তু সেই জয়ের জন্য সেই সময়ে টানা দুইবার প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন প্রবল প্রতাপশালী গার্দিওলার দলকে প্রায় চ্যাম্পিয়নস লিগ নকআউট ম্যাচের মতো কষ্ট করতে হয়েছিল। গার্দিওলার কাজটা ওই ম্যাচ যিনি খুব কঠিন করে দিয়েছিলেন, তাঁর নাম অ্যাঞ্জে পোস্তেকোগলু। সেই সময়ে ইয়োকোহামা এফ ম্যারিনোসের কোচ। ম্যাচ শেষে গার্দিওলা স্বীকার করেছিলেন, তাঁর দল স্রেফ ভাগ্যগুণে জিতেছে। একটু এদিক ওদিক হলেই ম্যাচটার ফল পুরো উল্টো হতে পারত। বলেছিলেন ইয়োকোহামা এফ ম্যারিনোসের কোচ অ্যাঞ্জে পোস্তেকোগলুর কোচিং দেখে মুগ্ধ হওয়ার কথাও। সেই ম্যাচে ৫৮ ভাগ বলের দখল ছিল ইয়োকোহামা এফ ম্যারিনোসের। গার্দিওলার দলের বিপক্ষে এটা কতটা অস্বাভাবিক, সেটা একটা তথ্য দিলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। ম্যানচেস্টার সিটিতে প্রায় সাড়ে ৭ বছর ধরে কোচ গার্দিওলা। এই সময়ে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে সিটির বিপক্ষে প্রতিপক্ষের বলের দখল বেশি ছিল মাত্র চারটা ম্যাচে! সেই চারটা দলগত মৌসুমে আর্সেনাল, ২০২০-২১ মৌসুমে ব্রাইটন, ২০১৯ বক্সিং ডে ম্যাচে উলভারহ্যাম্পটন এবং সিটিতে গার্দিওলার প্রথম মৌসুমে বার্সেলোনা। ওই ম্যাচে সিটির গোলদাতা রাহিম স্টার্লিং পরে বলেছিলেন, 'ভাবতেই পারিনি ওরা (ইয়োকোহামা) এত গতিময় ফুটবল খেলবে, এত প্রাণশক্তি ওদের! অনেক দিন আমি কোনো দলকে এভাবে নিচ থেকে আক্রমণ তৈরি করে খেলতে দেখিনি।' ম্যাচ শেষে একসঙ্গে ছবি তুলতে গিয়ে গার্দিওলার টাকমাথায় হাসিমুখে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন পোস্তেকোগলু। ভাবখানা ছিল দেখলে তো তোমার দলকে কী পরীক্ষায় ফেললাম। ইয়োকোহামা এফ ম্যারিনোসের খেলোয়াড়েরা নিশ্চিতভাবে মাঠ ছেড়েছিলেন এই প্রশান্তি নিয়ে, একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে এগোলে, একটা নির্দিষ্ট দর্শনে খেলতে পারলে সেরা দলকেও নাকানিচুবানি খাওয়ানো যায়। ইয়োকোহামা এফ ম্যারিনোসের সেই অস্ট্রেলিয়ান কোচ অ্যাঞ্জে পোস্তেকোগলু এখন প্রিমিয়ার লিগে। এই মৌসুমের শুরুতে দায়িত্ব নিয়েছেন টটেনহামের। আজ ইতিহাদে পোস্তেকোগলুর টটেনহাম খেলবে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে। আরও একবার পেপ গার্দিওলার মুখোমুখি হবেন পোস্তেকোগলু। আরও একবার কি গার্দিওলার দলকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে পারবেন তিনি? পোস্তেকোগলু টটেনহামে আসছেন, এ বছর জুনে এই খবরটা শুনেই গার্দিওলা বলেছিলেন, 'আরও একজন অসাধারণ কোচ আসছেন প্রিমিয়ার লিগে। তিনি এমন একজন কোচ, যিনি ফুটবল খেলাটাকে আরও সুন্দর বানিয়েছেন।' গার্দিওলা ও পোস্তেকোগলু দুজনের ফুটবল দর্শনই বেশ কাছাকাছি। বলের দখল রেখে ক্রমাগত পাসে আক্রমণ গড়া, ফলের দিকে না তাকিয়ে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা, গত কিছুদিনে টটেনহামের খেলাতেও তাই বেশ পরিবর্তনের ছাপ। আসলেই কি পোস্তেকোগলু গার্দিওলার ফুটবল দর্শনে প্রভাবিত? প্রশ্নটা শুনে গত জুলাইয়ে অস্ট্রেলিয়ান এই কোচ বলেছিলেন, 'আমার ফোনবুক চেক করে দেখুন, তাঁর নম্বরই নেই।' সরাসরি হয়তো যোগাযোগ নেই, কিন্তু ফুটবল দর্শনে মিলটা বেশ স্পষ্ট। প্রক্রিয়া অনুসরণের ব্যাপারে দুজনেই খুব কঠোর, দুজনের কাছেই 'ভালো'র কোনো শেষ নেই, আরও বেশি চান সব সময়ই। গার্দিওলার মতোই পুরো স্বাধীনতা না পেলে কিংবা নিজের ফুটবল দর্শনের সঙ্গে না মিললে সেই জায়গায় কাজ করেন না পোস্তেকোগলু। এ কারণেই ২০১৮ বিশ্বকাপের ঠিক আগে আগে অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, অস্ট্রেলিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের লক্ষ্য আর তাঁর লক্ষ্য এক নয়। নিজেকে প্রতিনিয়ত পরীক্ষার মধ্যে ফেলতে চান বলেই কোনো ক্লাবে তিন বছরের বেশি স্থায়ী হননি। গার্দিওলার বিপক্ষে আজ পোস্তেকোগলুর যে দলটা খেলবে, তারা টানা তিন ম্যাচ জয়হীন, রক্ষণভাগ চোটে জর্জরিত। এমন একটা দল নিয়ে সিটির বিপক্ষে ওদেরই মাঠে হলান্ড আলভারেজ ফোডেনদের আক্রমণভাগ সামলানো, রদ্রির কাছ থেকে মাঝমাঠে বল কেড়ে নেওয়া, কঠিনের চেয়েও বেশি কিছু। কিন্তু সিটিকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেই তো বছর চারেক আগে পোস্তেকোগলু জয় করেছিলেন গার্দিওলার মন। আজও কি পারবেন?

রিয়াল, ম্যান সিটি, বায়ার্নকে চোখ রাঙাচ্ছে যেসব 'ছোট দল'

বার্লিন ঃ ইউরোপে শীর্ষ পাঁচ লিগে বরাবরই দাপট দেখায় স্বীকৃত পরাশক্তিরা। এই লিগগুলোয় শিরোপা লড়াই এতটাই একপেশে যে লেস্টার সিটি কিংবা নাপোলির লিগ জয়কে দেখা হয় রূপকথার গল্প হিসেবে। মৌসুম শুরুর আগে সম্ভাব্যতার সব নিরিখেও বলে দেওয়া যায় কোন তিন বা চারটি দল শিরোপা লড়াইয়ে থাকবে। মৌসুম শেষে এর ব্যতিক্রম হয় কদাচিৎ। এরপরও কেউ কেউ চমক দেখিয়ে চেষ্টা করে লড়াই জমিয়ে দিতে। হয়তো শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠে না।
৩৫ বা ৩৮ ম্যাচের ম্যারাথন দৌড়ে জেতার জন্য যে প্রাণশক্তি, উদ্যম আর অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, তা না থাকায় একপর্যায়ে পিছিয়ে পড়তে হয় চমক দেখানো দলগুলোর। বরাবরের মতো এবারও শীর্ষ পাঁচ লিগে পরাশক্তিদের পাশাপাশি দাপট দেখাচ্ছে কয়েকটি ছোট দল। মৌসুম শুরুর আগে এসব দল নিয়ে আলোচনা ছিল সামান্যই। কিন্তু মাঝ মৌসুমে এসে দলগুলো জিইয়ে রেখেছে শিরোপার সম্ভাবনাও।

গত মৌসুমে জেরার্দো সিওয়ানের অধীন প্রথম আট ম্যাচের মাত্র একটিতে জিতে ধুঁকছিল লেভারকুসেন। এমনকি চোখ রাঙাচ্ছিল অবনমনও। এমন পরিস্থিতিতে সিওয়ানকে ছাঁটাই করে লেভারকুসেন নিয়ে আসে রিয়াল মাদ্রিদের স্প্যানিশ কিংবদন্তি জাবি আলোনসোকে। এরপর আশ্চর্য এক জাদুর ছড়ি ঘুরিয়ে সেই দলকে নিয়ে মৌসুম শেষ করেন পয়েন্ট তালিকার ছয়ে থেকে। সে সাফল্য যে আকস্মিক চমক ছিল না, তা নতুন মৌসুমে এসে ঠিকই প্রমাণ করলেন আলোনসো। ১২ ম্যাচ শেষে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে আছে আলোনসোর দল। যেখানে ১১ জয়ের বিপরীতে একটি ড্র। সেই ড্রও আবার বায়ার্নের মাঠ আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায়। লেভারকুসেনের চেয়ে দুই পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে আছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখ। লেভারকুসেনের এই উত্থানের পেছনে মূল কৃতিত্ব জাবির হলেও পুরো দল তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে খেলছে, তাও চোখে পড়ার মতো।
এরই মধ্যে প্রশংসিত হয়েছে দলকে খেলানোর জাবির কৌশলও। তবে জাবির সামনে এখন মূল চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে পারফম্যান্সের এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখা। দারুণ ছন্দে থাকা বায়ার্ন ঘাড়ে ওপরই নিশ্বাস ফেলছে। তাই একটি ভুলই লেভারকুসেনকে ঠেলে দিতে পারে শিরোপা দৌড় থেকে। এখন শেষ পর্যন্ত লেভারকুসেন এই দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ধরে রাখতে পারে কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

জিরোনা

লা লিগা, বর্তমান অবস্থান দ্বিতীয়

লা লিগায় ১৫ ম্যাচ শেষে শীর্ষে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। এটা অবশ্য চমকিত হওয়ার মতো কোনো তথ্য নয়। অস্বাভাবিক কাজটা করে দেখিয়েছে জিরোনা। ১৩ ম্যাচ শেষেও শীর্ষে ছিল তারাই। রিয়াল বর্তমানে শীর্ষে আছে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে। ১৫ ম্যাচ শেষে ১২ জয়, ২ ড্র এবং ১ হার নিয়ে দুই দলেরই পয়েন্ট সমান ৩৮। তবে রিয়ালের গোল ব্যবধান ২৪ আর জিরোনার ১৬।
দারুণ এক মৌসুম কাটানো জিরোনা অবশ্য মাত্র চতুর্থবারের মতো স্প্যানিশ ফুটবলের শীর্ষ স্তরে খেলতে এসেছে। ১৭ বছর আগেও আরও ৩৬৪টি আঞ্চলিক দলের সঙ্গে চতুর্থ স্তরে খেলেছিল জিরোনা। জিরোনার এই উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন কোচ মাইকেল। ২০২১ সালের গ্রীষ্মে দায়িত্ব নিয়ে জিরোনাকে দ্বিতীয় বিভাগ থেকে শীর্ষ লিগে নিয়ে আসেন এই স্প্যানিশ কোচ। তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে দলকে দারুণভাবে দাঁড় করান মাইকেল। একইভাবে স্থানীয় প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের সঙ্গে মেধাবী আন্তর্জাতিক ফুটবলারদের দারুণ একটি সমন্বয় তৈরি করেছেন তিনি।

নিস

লিগ আঁ, বর্তমান অবস্থান দ্বিতীয়

গতকাল রাতে ফ্রেঞ্চ লিগ 'আঁ'তে প্রথম হার দেখেছে নিস। এই হার বড় ধাক্কাই নিসের জন্য। আজকের ম্যাচে পিএসজি জয় পেলে নিস পিছিয়ে পড়বে ৫ পয়েন্টে। তবে এই এক ম্যাচের ধাক্কা বাদ দিলে ফরাসি লিগে এবার শুরু থেকেই পিএসজির চেয়ে এগিয়ে ছিল নিস। ১৪ ম্যাচে ৮ জয়, ৫ ড্র ও ১ হারে তাদের পয়েন্ট এখন ২৯। এক ম্যাচ কম খেলা পিএসজির পয়েন্ট ৩০। শেষ পর্যন্ত পিএসজির সঙ্গে পেরে না উঠলেও নিস এ পর্যন্ত যা করেছে, সেটা ভুলে যাওয়ার সুযোগ নেই। এমনকি পিএসজির মাঠে থেকে ৩-২ গোলের দুর্দান্ত এক জয় নিয়েও ফিরেছে তারা। আপাতত পিছিয়ে পড়লেও কীভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয়, তা ভালোই জানা আছে দলটির।

অ্যাস্টন ভিলা

প্রিমিয়ার লিগ, বর্তমান অবস্থান চতুর্থ

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লিগ বিবেচনা করা হয় ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগকে। ব্যাপক অর্থ, পরিকল্পনা ও কৌশলকে সঙ্গী করে এখানে শিরোপাপ্রত্যাশী দলগুলোকে মাঠে নামতে হয়। তবে এরপরও এই লিগে সাফল্য পাওয়া সবচেয়ে অনিশ্চিত। নইলে চেলসি বা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মতো দলগুলোকে সেরা চারে থাকার জন্য এত সংগ্রাম করতে হয় কী করে! এর মধ্যেও চলতি মৌসুমে দারুণ নৈপুণ্য দেখিয়ে পয়েন্ট তালিকার চারে অবস্থান করছে অ্যাস্টন ভিলা।
ইউরোপা লিগের অন্যতম সফল কোচ উনাই এমেরির হাত ধরেই মূলত ভিলা পার্কের ক্লাবটির এই বদলে যাওয়া। গত মৌসুমে স্টিভেন জেরার্ড ছাঁটাই হওয়ার আগে ১১ ম্যাচের মাত্র ২টিতে জিতেছিল অ্যাস্টন ভিলা। এমনকি পয়েন্ট তালিকায় ক্লাবটির অবস্থান ছিল ১৬ নম্বরে। সেখান থেকে এমেরির হাত ধরে অনবদ্য এক যাত্রা শুরু করে অ্যাস্টন ভিলা এবং মৌসুম শেষ করে ৭ নম্বরে থেকে।
গত মৌসুমের পর এবারও দারুণ গতিতে ছুটছে অ্যাস্টন ভিলা। চারে থাকা ক্লাবটি হারিয়েছে চেলসি টটেনহামের মতো দলগুলোকে। এমনকি ব্রাইটনের মতো দলকে উড়িয়ে দিয়েছে ৬-১ গোলের বড় ব্যবধানে। এখন দলটির মূল চ্যালেঞ্জ ধারাবাহিকতা ধরে রাখা। প্রিমিয়ার লিগের মতো কঠিন প্রতিযোগিতায় এই কাজটিই সবচেয়ে কঠিন।

উজবেক নারীদের যেভাবে ভারতে পাচার করে যৌনকর্মে নামানো হয়

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক): গাড়িটি যখনই দক্ষিণ দিল্লির ব্যস্ত রাস্তার ওপরে একটি দোকানের পার হলো, আফরোজার সেই রাস্তাটা আবারও মনে পড়ে গেল। এটা সেই রাস্তা, যেখানে একটি ফ্ল্যাটে একসময়ে বন্দী থাকতে হত আফরোজাকে। উজবেকিস্তানের আন্দিজানের বাসিন্দা আফরোজাকে ২০২২ সালের জানুয়ারিতে দিল্লিতে নিয়ে আসা হয়। মানব পাচারকারীরা তাকে দুবাই নেপাল হয়ে দিল্লিতে নিয়ে আসে।

এখানে আসার পরে বিভিন্ন ফ্ল্যাট বা হোটেলে রেখে জবরদস্তি যে।নকর্মে নামানো হয়।

দিল্লি পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'এমপাওয়ারিং হিউম্যানিটি' ২০২২ সালের অগাস্ট মাসে এক অভিযান চালিয়ে তাকে মুক্ত করে।

আফরোজা তখন থেকে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তত্ত্বাবধানেই আছেন। তাকে যারা উজবেকিস্তান থেকে দিল্লিতে নিয়ে এসেছিল, সেইসব মানব পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইও চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

স্মৃতি হাতড়িয়ে এরাস্তা ওরাস্তা ঘুরে, কখনও রাস্তা ভুল করে ফেলে অবশেষে তিনি দিল্লির নেও সরাই অঞ্চলের একটি বহুতল ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওই বাড়িটিতেই নেপাল থেকে নিয়ে এসে তাকে প্রথমে রাখা হয়েছিল।

তার চোখে তখন জল, দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস চলছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অবশ্য চোখের জল বদলিয়ে গেল ক্রোধে। খুব তাড়াতাড়ি পা ফেলে বেশ কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে আফরোজা সেই ফ্ল্যাটের দরজার সামনে নিয়ে গেলেন আমাদের, যেখানে তার ওপর অত্যাচার করা হয়েছিল।

তিনি বললেন, আমাকে যখন এখানে আনা হয়েছিল, তখন আগে থেকেই পাঁচজন নারী এখানে ছিল। আমাকে প্রথমে উজবেকিস্তান থেকে দুবাই, তারপর নেপাল আর শেষে সড়ক পথে দিল্লি নিয়ে আসা হয়। আমি ক্লান্ত ছিলাম, তাই দুদিন বিশ্রাম করতে দেওয়া হয়েছিল আমাকে।

আমাকে শপিং করানো হয়েছিল, উপহার হিসাবে ছোট পোশাক দেওয়া হয়েছিল। আর দুদিন পর জোর করে যৌনকর্ম করতে বাধ্য করা হয়। ওই কাজ করতে অস্বীকার করায় মারধর করা হয়, জানাচ্ছিলেন আফরোজা।

দুদিন বিশ্রাম, তারপরেই ...

আফরোজার কথায়, দিল্লিতে পৌঁছানোর পর আমি প্রথম দুদিন বিশ্রাম নিতে পেরেছিলাম। তারপর থেকে একটা দিনও বিশ্রাম দেওয়া হয় নি। কখনও কোনও ফ্ল্যাটে, কখনও হোটেলে রাখা হত আমাকে।

মানব পাচারকারীরা প্রতি বছর মধ্য এশিয়া থেকে শত শত নারীকে চাকরি দেওয়ার নাম করে ভারতে নিয়ে এসে যে।নকর্মে ঠেলে দেয়।

অনেক নারীকে মেডিকেল ভিসা আর ট্যুরিস্ট ভিসাতেও আনা হয়।

আদালতে দেওয়া জবানবন্দি অনুযায়ী, আফরোজার সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয় এবং দুবাইয়ে চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয়। তার মা যে অসুস্থ আর পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভাল না, সেই খবরটা মানব পাচারকারীরা জানত।

আমি দুবাইতে চাকরির প্রস্তাবটা নিয়ে নিই। দিল্লি পৌঁছানোর আগে পর্যন্তও আমি জানতাম না যে আমাকে এই কাজের জন্য আনা হয়েছে। যদি সামান্যতম আঁচও পেতাম, কখনই আমি আসতাম না, বলছিলেন আফরোজা।

আফরোজার মতো শোষিত নারীদের 'নিয়মিত সাপ্লাই' আর দালাল ও মানব পাচারকারীদের একটি সংগঠিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বেআইনি যৌনকর্মের ব্যবসা চলতে থাকে।

মানব পাচারের বিরুদ্ধে কাজ করেন এমন এক সমাজকর্মী হেমন্ত শর্মা প্রশ্ন তুলছেন, বড় প্রশ্ন হল অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ, ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও থেকে যাওয়া সত্ত্বেও এই নেটওয়ার্ক কীভাবে পুলিশ এবং তদন্তকারী সংস্থার চোখ এড়িয়ে যায়?

মধ্য এশিয়া থেকে পাচার হয়ে আসা নারীদের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হল, তারা না জানে ভারতের স্থানীয় ভাষা, না তারা এখানে কাউকে চেনে।

মানব পাচারের শিকার হওয়া যেসব নারীর সঙ্গে বিবিসি কথা বলেছে, তারা দাবি করে যে তাদের পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়া হয়েছে আর 'জেলে পাঠানোর' ভয় দেখানো হয়েছে।

দিল্লি পুলিশ ২০২২ সালের অগাস্টে যে অভিযান চালায়, তারপরই আফরোজাকে ভারতে নিয়ে আসা

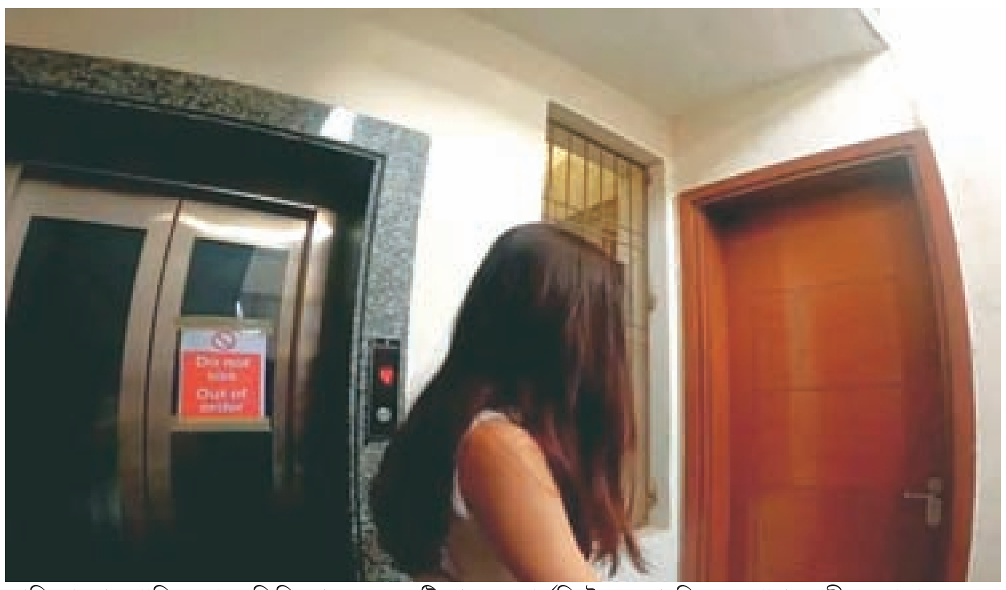

আজিজা শের পালিয়ে যান। তিনি আরও কয়েকটি নামে পরিচিত।

দীর্ঘ অভিযানের পর দিল্লি পুলিশ তুর্কমেনিস্তানের বাসিন্দা আজিজা শের এবং আফগান বংশোদ্ভূত তার স্বামী শেরগোট আফগানকে গোয়া থেকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের তদন্তে আজিজার বেশ কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন নামের ভারতীয় পরিচয়পত্র ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হদিশও পাওয়া যায়। পূর্ব দিল্লির উপ নগরপাল) অমৃতা গুলুগোথ বলছিলেন, আজিজা একজন ঘোষিত অপরাধী। দিল্লি পুলিশ তাকে ধরার জন্য এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চেষ্টা করছিল। আমাদের দল প্রযুক্তিগত নজরদারি যেমন চালাচ্ছিল, তেমনই গোয়েন্দা সূত্রেও তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল যে তিনি গোয়ায় রয়েছেন। অভিযানের পর তাকে গ্রেফতার করা হয়।

এই অভিযান যারা চালিয়েছিলেন, সেই ময়ূর বিহার থানার সহকারী ওসি প্রমোদ কুমার এবং তাঁর সহকর্মীরা ২০০ টিরও বেশি ফোন নম্বর ট্র্যাক করে এবং অবশেষে আজিজা শেরের কাছে পৌঁছয়। এসব মানব পাচারকারীদের ধরতে পুলিশকে নিজস্ব সোর্সও ব্যবহার করতে হয়েছে।

আফরোজা আজিজার একমাত্র শিকার নন। তার মতো আরও অনেক মেয়েকে আজিজার কবল থেকে উদ্ধার করা হয়। এরকমই একজন তেহমিনা। তেহমিনাকেও চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ২০২০ সালে দিল্লিতে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু এখানে পৌঁছনোর পর তাকেও যৌনকর্মে বাধ্য করা হয়। তেহমিনার একটি ভিডিও দিল্লি পুলিশের তদন্তের অংশ। ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে তেহমিনাকে বেধড়ক মারধর করা হচ্ছে। ভিডিওটি ২০২২ সালের অগাস্টের আগেকার এবং পুলিশী তদন্তে ভিডিওর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। ভিডিওটিতে যে তাকে দেখা যাচ্ছে, সেটা নিশ্চিত করে তেহমিনা বলেন, আমি খুব বাজে ভাবে আজিজার খপ্পরে পড়েছিলাম। একবার একজন সহৃদয় ব্যক্তি গ্রাহক হয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। আমি তাকেই অনুরোধ করেছিলাম যে এই চক্র থেকে আমাকে যাতে তিনি বার করে আনতে পারেন। তিনি আমাকে সহায়তা করতে গিয়েই আজিজা শেরের কাছে অনুরোধ করেন। এরপরেই আমাকে ভীষণ মারধর করা হয় আর সেটার ভিডিও করে রাখা হয়। ওই ভিডিওটি অন্য নারীদেরও দেখানো হয়েছিল যাতে তারাও ভয় পায়, বলছিলেন তেহমিনা। তেহমিনার বিরুদ্ধে এখন গুরুগ্রামের একটি আদালতে ভিসা ছাড়া ভারতে থাকার অভিযোগে বিদেশী আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তিনি দাবি করেছেন যে এক দালালই তার বিরুদ্ধে ওই মামলাটি দায়ের করেছিলেন যাতে তিনি ভারতে আটকে থাকেন।

আজিজা শের গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন তেহমিনা। এর আগে তিনি সব সময় আতঙ্কের মধ্যে থাকতেন। তেহমিনা বলেন, তিনি আমাকে সবসময়ে ভয় দেখিয়ে রাখতেন। এতটাই ভয় দেখানো হত যে এখনও আমার আতঙ্ক পুরোপুরি কাটে নি। তারা আমাকে মারধর করার ভিডিওটি ভাইরাল করে দেয়। যৌনকর্মের কারণে তেহমিনার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং তার জরায়ুতে অপারেশন করতে হয়। তেহমিনা বলেন, তিনি যখন হাসপাতালে ছিলেন, তখন তাকে একাই রেখে দেওয়া হয়েছিল। পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার আগেই আবার কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তেহমিনা এবং আফরোজার মতো নারীরা মাঝে মাঝে দিনে ছয় থেকে নয়জন পর্যন্ত গ্রাহকের কাছে যেতে বাধ্য হত।

চার্জশিটের অংশ হিসেবে পাচারকারী ও দালালদের যে ডায়েরি পেশ করা হয়েছে, সেটা বিবিসি দেখেছে। এর মধ্যে রয়েছে এই নারীদের দিয়ে যেসব কাজ করানো হয়েছে করা কাজ এবং প্রতিদিন কয়েক লক্ষ টাকা উপার্জনের হিসাব লেখা আছে।

এই নারীরা বলছেন যে তারা এই উপার্জনের একটি অংশও পেতেন না, উল্টে পাচারকারী আর দালালরা তাদের ভুয়ো ঋণের জালে জড়িয়ে ফেলতে থাকে।

পালানোর ব্যর্থ চেষ্টা

আফরোজারও একই অভিযোগ রয়েছে।

আমার মা অসুস্থ ছিলেন, আমার টাকার খুব প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমাকে এক টাকাও দেওয়া হয়নি। আমি নয় মাস ধরে তাদের দখলে ছিলাম। কোনও অর্থ তো দেয়ই নি, অথচ সবসময়ে বলা হত যে আমি নাকি তাদের কাছ থেকে ধার নিয়েছি, বলছিলেন আফরোজা।

আফরোজা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং ২০২২ সালের অগাস্টে উজবেকিস্তান দূতাবাসে সাহায্য চেয়েছিলেন।

সাহায্য আসার আগেই দূতাবাসের বাইরে থেকে অস্ত্র দেখিয়ে তাকে তুলে নিয়ে আসা হয়। দিল্লির চাণক্যপুরী থানার পুলিশ সেই ঘটনার তদন্ত করছে।

আমি যখনই টাকা চাইতাম, তখনই এই শরীরে এইসব ক্ষত চিহ্ন করে দিত, ব্লেড দিয়ে কাটা আর সিগারেট দিয়ে পুড়িয়ে ক্ষত করার চিহ্ন দেখিয়ে বলছিলেন আফরোজা।

আফরোজাকে যখন নেপালের মধ্য দিয়ে মানব পাচারকারীরা নিয়ে আসে, তার আগেই তেহমিনা ওদের খপ্পরে পড়েছিল।

তেহমিনা বলেন, আমার বস চাকরির টোপ দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় নারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। আমি আফরোজার মতো নারীদের সতর্ক করে দিতে পারিনি কারণ আমার কোনও উপায় ছিল না। আমাদের মতো পুরনো নারীদের নতুনদের থেকে দূরে রাখা হত।

'পুলিশের চোখ এড়িয়ে যায় কীভাবে?'

দিল্লির যেসব এলাকায় এই নারীদের দিয়ে যৌনকর্ম করতে বাধ্য করা হয়েছিল, সেগুলোতে বিবিসি গিয়েছিল। পুলিশী অভিযানের পর ওই কাজ কমেছে ঠিকই, কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ হয় নি।

পূর্ব দিল্লির উপনগরপাল অমৃতা গুলুগোথ বলেন, এই মানব পাচারকারীদের গ্রেপ্তারের ফলে চাকরির নামে নারীদের ভারতে নিয়ে আসা এবং জোর করে তাদের পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়া অথবা জোর পূর্বক যে।নকর্ম করানো এই নেটওয়ার্ক অবশ্যই ভেঙে যাবে।

একই সঙ্গে মানব পাচারের বিরুদ্ধে কাজ করা সংগঠনগুলো মনে করে, এই মুহূর্তে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

হেমন্ত শর্মার কথায়, প্রথম চ্যালেঞ্জ হল নেপাল সীমান্ত, যেখান থেকে নারীদের ভারতে নিয়ে আসা হয়। এই নারীদের ভিসা ছাড়াই বিহার দিয়ে ভারতে প্রবেশ করিয়ে দিল্লিতে নিয়ে আসা হয়।

এর পরে, দিল্লি এবং অন্যান্য বড় শহরগুলিতে যৌন কাজ করানো হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এসব পুলিশের চোখ এড়িয়ে যায় কীভাবে? দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এই নারীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। এর আগে বিদেশি আইনের আওতায় নারীদের জামিন দেওয়া হত, ডিটেনশন সেন্টারে পাঠানো হত না আগে, বলছিলেন মি. শর্মা। এই নারীরা ভারতে কী করবে, কোথায় থাকবে এবং আইনি প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা কীভাবে তাদের খরচ চালাবে, সেটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার ছিল বলে মনে করেন মি. শর্মা।

তেহমিনা দেশে ফেরার অপেক্ষায় আছেন, কিন্তু গুরুগ্রামের আদালতে বিদেশি আইনের অধীনে তার বিচার চলছে। তিনি বলেন, তাকে ফাঁসানোর জন্যই এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। অন্যদিকে গ্রেপ্তার হওয়া মানব পাচারকারীদের মামলার সাক্ষী আফরোজা। মানব পাচারের শিকার হওয়া বেশিরভাগ নারীই বিদেশি আইনের অধীনে দায়ের হওয়া মামলায় আটকিয়ে থাকেন। পাচারের শিকার হিসাবে তাদের দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা নেই, তবে বিদেশি আইনে অভিযুক্ত হওয়ার কারণে তারা বিচার শেষ হওয়ার আগে আইন অনুযায়ী ভারত ছাড়তে পারেন না।

আবার পাচারের শিকার হওয়ার নারীদের সাক্ষ্যদান শেষ না হওয়া পর্যন্তও ভারতের বাইরে যাওয়া তাদের নিষেধ। যদিও এই মামলার অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী জুবায়ের হাশমির দাবি যে নির্যাতিতারা যখন ইচ্ছা দেশে ফিরতে পারেন।

জুবায়ের হাশমি বলেন, এসব ক্ষেত্রে পাচারের শিকার হওয়া নারীরা তাদের দেশে ফেরার জন্য আদালতে আবেদন করেননি। তাদের বাধা দেওয়া হয়নি।

তবে হেমন্ত শর্মা বলছেন, অভিযুক্তদের শাস্তি পাওয়ার জন্য পাচারের শিকার হওয়া নারীদের সাক্ষ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অভিযুক্তদের আইনজীবীরা এই সাক্ষ্যদান এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছেন।

তেহমিনা বলেন, আমি যখন আমার দেশে পৌঁছব তখন প্রথম যে কাজটি করব তা হলো দেশের মাটিকে চুম্বন করা আর কখনও দেশ না ছাড়ার প্রতিজ্ঞা করব।

মাকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদবো। আমি তাকে খুব মিস করি। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছা আমার মাকে আলিঙ্গন করা, বলছিলেন আফরোজা।

মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে পাচার হওয়া নারীদের মোট সংখ্যার কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। তবে সমাজকর্মীরা মনে করছেন, এই সংখ্যা কয়েক হাজার হতে পারে।

টুকরো খবর

ভিকি যাদব খুনের ঘটনায় উঠে এলো অঙ্কিত কুমার সিং রোহিম আলি এর নাম। বারাকপুর ডিটেকটিভ অফিস অলোকে রাজারিয়া সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন ঘটনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল এই দুইজন

জগদ্দল ঃ জগদ্দল শ্যুট আউট কাণ্ডে অঙ্কিত কুমার সিং ওরফে রিংকু এবং রাহিস আলী নামে দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। দুজনেই ভাটপাড়ার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে খবর। গত ২২ শে নভেম্বর ভর সন্ধ্যে বেলায় ভাটপাড়া পৌরসভার অন্তর্গত ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের গুপ্তা বাগান এলাকায় পুরানী ক্লাবের পাশে রিকি যাদব নামে তৃণমূল কর্মীকে বাড়ির সামনে গুলি করে দুজন দুষ্কৃতী। বাইকে চেপে ওই দুজন দুষ্কৃতী আসে। কথা বলতে বলতে ভিকি যাদবকে লক্ষ্য করে গুলি করে এলাকা থেকে চম্পট দেয় তারা। আনুমানিক ১১ থেকে ১২ রাউন্ড গুলি চালায় বাইকে থাকা ওই তিনজন দুষ্কৃতী। কিছুক্ষণের মধ্যে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তৃণমূল কর্মী ভিকি। তৎক্ষণাৎ তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তার ক্রমশ অবস্থার অবনতি হয়। সাথে সাথে সেখান থেকে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে স্থানাতরিত করা হয়। পরবর্তীতে তার মৃত্যু হলে এলাকা জুড়ে এক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।ভাটপাড়া পৌরসভার অন্তর্গত ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের একজন তৃণমূল কর্মী ভিকি যাদব । ভরো সন্ধ্যে বেলা প্রকাশ্যে তার বাড়ির সামনে এসে তাকে ডেকে সামনে থেকে তিনজন বাইকে করে এসে গুলি করলো। তবে গুলির কারণ ধোঁয়াশা হলেও এলাকা জুড়ে বেশ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্তে নেমে দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগের উদ্যোগে পুলিশের জালে অঙ্কিত কুমার সিং ওরফে রিংকু রাহিস আলী নামে দুজন অভিযুক্ত।

সাতসকালে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে কালিয়াচক থানার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ছায়া বার বাণী এলাকায়

কালিয়াচক ঃ শনিবার সাতসকালে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে কালিয়াচক থানার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ছায়া বাণী এলাকায় ।। মোটরবাইকের সঙ্গে ট্রাকে ধাক্কায় মৃত মোটরবাইক চালক ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকা জুড়ে।।ঘটনাস্থলে কালিয়াচক থানার পুলিশ ঘটনাটি ঘটেছে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মোটরবাইক টি সুলতানগঞ্জ থেকে কালিয়াচকের দিকে যাচ্ছিল।।ঠিক সেই সময় ফারাক্কা হইতে আশা একটি লরি পিছন দিক হঠাৎই ধাক্কা মারে এবং এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে মৃত হয় ওই বাইক চালকের।।মোটরবাইক চালক নাম আক্তার শেখ বয়েস আনুমানিক ৩৫ বছর ।। তার বাড়ি কালিয়াচক থানার সুলতানগঞ্জ এলাকায় ।।কালিয়াচক থানার পুলিশ বাইক চালকের মৃতদেহ উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্ত জন্য পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ।। তবে ঘাতক লরিটিকে আটক করেছে পুলিশ।।

দু'দিনের শিলিগুড়ি সফরে পাবলিক একাউন্টস কমিটি

শিলিগুড়ি ঃ দু'দিনের শিলিগুড়ি সফরে পাবলিক একাউন্টস কমিটি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পরিষেবামূলক প্রকল্পর গতিপ্রকৃতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তারা। বিশেষ করে গণবন্টন, নদী ভাঙন, বন্যা পরিস্থিতি, মিড ডে মিল ও চা বাগান সহ কেন্দ্রীয় সরকারের উড়ান ও ভারত মালা পরিযোজনা নিয়ে আলোচনা সারেন তারা। আর সেই বৈঠকের পর এরাজ্যে ওই সব বিষয়ের খামতি তুলে ধরে পিএসি কমিটি। বিশেষ করে গণবঃটন, রেশন, মিড ডে মিলের দূর্নীতি নিয়ে গভীর উদ্বেদ প্রকাশ করেন তারা।বৈঠকের পর কমিটির রিপোর্ট লোকসভার স্পিকারের আগে সাংবিকদের কাছে খোলাসা করায় সাংবাদিক বৈঠক বয়কট করেন বিজেপির দুই সাংসদ জগদম্বিকা পাল ও রামকৃপাল যাদব। যদিও ওই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি চেয়ারম্যান অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

নিম্নমানের কাজের অভিযোগে রাস্তা অবরোধ এলাকাবাসীর

জলপাইগুড়ি ঃ পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পের রাস্তার কাজ নিম্নমানের হওয়ার কারণে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিয়ে পথ অবরোধ করলেন এলাকাবাসীরা। জানা যায় জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের ময়নাগুড়ি রোড বিপ্লবী মিলন সংঘ থেকে ময়নাগুড়ি রোড স্টেশন পর্যন্ত রাস্তার কাজ চলছিল।গতকাল থেকেই রাস্তার কাজ শুরু হয়, তবে রাস্তার কাজ নিম্নমানের হওয়ার কারণে স্থানীয়রা বন্ধ করে দেয় কাজ।জানা গেছে এদিন এলাকাবাসীরা একত্রিত হয়ে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ও পথ অবরোধ করেন। এরপর ইঞ্জিনিয়ার ও ঠিকাদারের সঙ্গে কথা বলে পথ অবরোধ তুলে নেন। এলাকাবাসীদের দাবি গতকাল এই রাস্তার কাজ শুরু হয় তবে ৩০০ মিটারের মতো কাজ করেন, কিন্তু আজ তাদেরই একটি গাড়ি যেতেই রাস্তার দু'পাশে ফেটে যায়। এরপরে এলাকাবাসীরা একত্রিত হয়ে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেয়।এ বিষয়ে ওই এলাকার সুরজিৎ বর্মন বলেন গতকাল এই রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে তবে আজ একটি গাড়ি যেতেই রাস্তার দুপাশে ফাটল ধরেছে তবে একদিনেই যদি এই রাস্তার এই হাল হয় তবে বাকি দিনগুলো কি হবে। আমরা রাস্তার কাজ সঠিক চাই।

একই রাতে বাছুর সহ সাতটি গরু চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

জলপাইগুড়ি ঃ একই রাতে বাছুরসহ সাতটি গরু চুরির ঘটনা ঘটলো ধূপগুড়ির দক্ষিণ গোসাইর হাটের বালাকুড়া পাড় এলাকায়।গরু চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়। ঘটনাস্থলে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ।গরুর দুধ বিক্রি করে সংসার চলতো,এবার সেই গাভী গরু বাছুর সহ চুরি যাওয়ায় বিপাকে পড়লেন জগদীশ রায় এবং বসন্ত রায়।জানা গেছে শুক্রবার রাত আনুমানিক আড়াইটা নাগাদ ধূপগুড়ির সাকোয়া ঝোড়া দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ গোসাইর হাটের বালাকুড়া পাড় এলাকায় গরু চুরি হয়।এদিন রাতে ঝালটিয়ার হাট থেকে ধূপগুড়ি সংলগ্ন চারটি বাড়ি থেকে বাছুর সহ মোট সাতটি গরু চুরি হয়। চুরি হয়ে যাওয়া গরুর মালিকরা প্রত্যেককেই ধূপগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।এলাকাবাসীরা জানান সরকারের কাছে আমাদের আবেদন খুব শীঘ্রই যেকোনো যানবাহনে বিশেষ করে পিকআপে গরু বহন করা বন্ধ করুক সরকার। তারা বলেন পিকআপে করেই বেশি করে গরু চুরির ঘটনা ঘটছে। গরু চুরির ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। গরু চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
সোমবার

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
04:12:2023
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শ্রম নীতি বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির জন্য কতটা শঙ্কার?

ঢাকা ঃ সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের মিশন থেকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো একটি চিঠি আলোচনায় উঠে এসেছে। শ্রম ইস্যুতে সম্ভাব্য মার্কিন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে সরকারকে সতর্ক করা সেই চিঠিতে বাংলাদেশ এই শ্রমনীতির অন্যতম লক্ষ্য হতে পারে বলে বলা হয়েছে। শ্রমিক অধিকার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নীতি কতটা উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের জন্য? নভেম্বর মাসে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে বাংলাদেশে যখন সপ্তাহখানেক ধরে শ্রমিক আন্দোলন চলছিলো সেরকম সময়েই যুক্তরাষ্ট্র তাদের নতুন শ্রমিক অধিকার নীতি ঘোষণা করে। বিশ্বজুড়ে যারা শ্রমিক অধিকার হরণ করবে, শ্রমিকদের

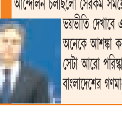

ভয়ভীতি দেখাবে এবং আক্রমণ করবে তাদের উপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞাসহ নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। বিশ্লেষকদের অনেকে আশঙ্কা করছেন, এমন ঘোষণায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিবেচনায় বাংলাদেশের জন্য বাড়তি উদ্বেগের জায়গা রয়েছে। সেটা আরো পরিষ্কার হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের মিশন থেকে দূতাবাসের মিনিস্টার মো. সেলিম রেজার সই করা একটা চিঠির মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলিতে ব্যাপকভাবে আলোচিত ওই চিঠিটির একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল রাজনৈতিক প্রসঙ্গ।

হামাস যেভাবে ইসরায়েলে হামলা চালানোর জন্য বাহিনী তৈরি করেছিল

গাজা (এজেন্সী) ঃ বিবিসি নিউজের বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, ৭ই অক্টোবর ইসরায়েলের ওপর প্রাণঘাতী হামলায় হামাসের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল পাঁচটি সশস্ত্র ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী। ২০২০ সাল থেকে সামরিক মহড়ায় একসঙ্গে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরই তারা এই হামলা চালায়।

এই গোষ্ঠীগুলি গাজায় যে যৌথ মহড়া চালিয়েছিল তার সঙ্গে ইসরায়েলের উপর প্রাণঘাতী হামলার সময় ব্যবহৃত কৌশলের সাদৃশ্য রয়েছে।

তারা এসব মহড়া চালিয়েছিল এমন স্থানে যেখান থেকে ইসরায়েলের সঙ্গে 'সীমানার' দূরত্ব এক কিলোমিটারেরও কম এবং এই ভিডিও তারা সমাজমাধ্যমেও পোস্ট করে।

এই মহড়ার সময় জিম্মিদের কীভাবে নিজেদের হেফাজতে নেওয়া হবে, কম্পাউন্ডে হামলা চালানোর কৌশল এবং ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে ফেলাসহ একাধিক বিষয় তারা অনুশীলন করে। তাদের শেষ মহড়াটি হয়েছিল ৭ই অক্টোবরের হামলার মাত্র ২৫ দিন আগে।

বিবিসি আরবি এবং বিবিসি ভেরিফাই নানা প্রমাণ সংগ্রহ করেছে যা থেকে দেখা যায়, হামাস কীভাবে গাজার বিভিন্ন গোষ্ঠীকে একত্রিত করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত ইসরায়েলের উপর হামলা চালিয়েছিল, যা পরবর্তী সময়ে যুদ্ধের আকার নেয়।

হামাসের প্রধান নেতা ইসমাইল হানিয়েহ ২০২০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর চারটি মহড়ার মধ্যে প্রথমটিকে (যার কোডনেম ছিল স্ট্রং পিলার) গাজার বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে শক্তিশালী বার্তা এবং ঐক্যের চিহ্ন হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন।

গাজার সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হামাস ছিল ওই জোটের সবচাইতে প্রভাবশালী শক্তি। যৌথ অপারেশন রুম এর তত্ত্বাবধানে হওয়া মহড়াগুলি অনেকটা 'ওয়ার গেম'-এর মতো যাতে অংশগ্রহণের জন্য আরও ১০ টি সশস্ত্র ফিলিস্তিনি উপগোষ্ঠী একত্রিত করতে সমর্থ হয়েছিল ওই জোটটি।

গাজার সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে আনার জন্য ২০১৮ সালে এই কাঠামোটি তৈরি করা হয়েছিল।

হামাস ২০১৮ এর আগে পর্যন্ত গাজার দ্বিতীয় বৃহত্তম সশস্ত্র দল প্যালেস্টানিয়ান ইসলামিক জিহাদ (পিআইজে)-এর সঙ্গে সমন্বয়ে কাজ করত। হামাসের মতোই, পিআইজে'ও যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য দেশে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষিত।

এর আগেও হামাস অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে একাধিক সংঘাতের সময় যুদ্ধ করেছে, তবে ২০২০ সালের মহড়াটি প্রমাণ করে এসব উপগোষ্ঠী এইবার একত্রিত হয়েছে।

হামাসের নেতা বলেছেন, প্রথম মহড়া ছিল সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর 'স্থায়ী প্রস্তুতির' প্রতিফলন।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের মহড়াটি ছিল তিন বছর ধরে অনুষ্ঠিত হওয়া চারটি যৌথ মহড়ার মধ্যে প্রথম, যার প্রতিটির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোয় প্রকাশ করা রয়েছে। মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামে পোস্ট করা ফুটেজে 'স্ট্রং পিলার' মহড়ার সময় হামাসের সঙ্গে প্রশিক্ষণ নেওয়া পিআইজে সহ ১০টি গোষ্ঠীকে দৃশ্যত চিহ্নিত করেছে বিবিসি।

পাঁচটি গোষ্ঠী ৭ই অক্টোবরে হওয়া ওই হামলায় অংশ নেওয়ার দাবি জানিয়ে ভিডিও পোস্ট করেছিল। অন্য তিনটি গোষ্ঠীও টেলিগ্রামে লিখিত বিবৃতি দিয়ে ওই একই হামলায় অংশ নেওয়ার দাবি জানায়।

গত ৭ই অক্টোবর ইসরায়েল থেকে গাজায় বন্দী হিসেবে নিয়ে যাওয়া একাধিক নারী ও শিশুকে খুঁজে বের করার জন্য হামাসের ওপর চাপ বাড়ার পর এই গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পিআইজে, মুজাহিদিন ব্রিগেড এবং আল নাসের সালাহ আল দীন ব্রিগেড নামে তিনটি গোষ্ঠী দাবি করেছে যে হামাসের পাশাপাশি তারাও ওই দিন ইসরায়েলি জিম্মিদের আটক করেছিল।

গাজায় অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর প্রচেষ্টা হামাসের জিম্মিদের খুঁজে বের করার ওপর নির্ভর করছে।

উল্লেখ্য, এই গোষ্ঠীতে কট্টর ইসলামপন্থী থেকে তুলনামূলকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ বিস্তৃত মতাদর্শ অনুসরণ করে এমন সংগঠন অংশগ্রহণ নিলেও তারা প্রত্যেকেই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সহিংস হামলা চালানোর বিষয়ে একমত ছিল।

হামাসের বিবৃতিতে বারবার গাজার বিভিন্ন সশস্ত্র উপগোষ্ঠীর মধ্যে 'ঐক্যের' বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। একথাও জানানো হয় ইসরায়েলের উপর আক্রমণের পরিকল্পনায় তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও যৌথ মহড়ায় প্রতিটি গোষ্ঠী সমান অংশীদার ছিল।

প্রথম মহড়ার ফুটেজে দেখা যায়, একটি বাঙ্কারে মহড়া পরিচালনা করতে আসা মুখোশধারী কমান্ডারদের। রকেট নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মহড়া।

পরের দৃশ্যে দেখা যায়, মহড়া চলাকালীন সশস্ত্র যোদ্ধারা ইসরায়েলি পতাকা দিয়ে চিহ্নিত একটি নকল ট্যাংকের উপর হামলা চালাচ্ছে। তাদের গোষ্ঠীরই এক সদস্যকে বন্দী সাজিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ভবনগুলির উপর হামলা চালাতেও দেখা যায় ওই মহড়ার ভিডিও ফুটেজে।

আমরা ভিডিও এবং ওই ভয়ঙ্কর ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি থেকে জানতে পেরেছি, প্রায় একই রকমভাবে ৭ই অক্টোবর সৈন্যদের আটক এবং বেসামরিক নাগরিকদের নিশানা করার কৌশল ব্যবহার করা হয়েছিল। ওইদিন হামাসের আক্রমণে প্রায় ১,২০০ মানুষের মৃত্যু হয় এবং আনুমানিক ২৪০ জনকে জিম্মি করা হয়েছিল।

'স্ট্রং পিলার'-এর প্রথম প্রচারণা মূলক ভিডিওতে একটি কমান্ড রুম দেখা গিয়েছে যেখান থেকে থেকে যৌথ মহড়ার উপর নজর রাখা হয়েছিল।

পুরো বিশ্বের কাছে ঘোষণা

প্রায় এক বছর পরে দ্বিতীয় 'স্ট্রং পিলার' মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ইজ্জেদিন আল কাসাম ব্রিগেডের (হামাসের সশস্ত্র শাখার আনুষ্ঠানিক নাম) কমান্ডার আয়মান নোফাল বলেন, ২০২১ সালের ২৬ ডিসেম্বর মাসের মহড়ার লক্ষ্য ছিল প্রতিরোধকারী দলগুলির ঐক্য নিশ্চিত করা।

তিনি বলেন, এই মহড়াগুলি 'শত্রুদের জানাবে, গাজা সীমান্তের দেয়াল ও প্রকৌশল ব্যবস্থা তাদের রক্ষা করতে পারবে না।' হামাসের আরেকটি বিবৃতিতে বলা হয়, এই যৌথ সামরিক মহড়ার উদ্দেশ্য ছিল 'গাজার নিকটবর্তী অঞ্চলের মুক্তিকে ত্বরান্বিত করাও।'

এই মহড়ার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল ২০২২ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর এবং এই ঘটনাকে চিহ্নিত করার জন্য যোদ্ধাদের প্রচারমূলক চিত্রগুলি প্রকাশ করা হয়েছিল যাতে ভবনগুলি খালি এবং একটি সামরিক ঘাঁটির প্রতীক হিসেবে তৈরি একটি বেস এ ট্যাঙ্ক দখল করতে দেখা যায়।

মহড়াগুলি ইসরায়েলেই হয়েছে, তাই এটি বিশ্বাসযোগ্য নয় যে দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি তাদের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেনি।

এর আগে হামাসের প্রশিক্ষণ ব্যাহত করতে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ) বিমান হামলা চালিয়েছে। স্ট্রং পিলার মহড়ার জন্য ব্যবহৃত সাইটে ২০২৩ সালের এপ্রিলে তারা প্রথম বোমা বর্ষণ করে।

হামলার কয়েক সপ্তাহ আগে গাজা সীমান্তের কাছে নজরদারির কাজে নিবিষ্ট নারী রক্ষীরা অস্বাভাবিক উচ্চতায় হওয়া ড্রোন কার্যকলাপের বিষয়ে সতর্ক করেছিল। হামাস তাদের অবস্থানের প্রতিলিপি সহ পর্যবেক্ষণ পোস্টগুলি দখল করার প্রশিক্ষণ নিচ্ছে বলেও তারা জানিয়েছিল।

কিন্তু ইসরায়েলি গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই সতর্কবার্তাগুলি উপেক্ষা করা হয়েছে।

গাজায় আইডিএফের সাবেক ডেপুটি কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমির আভিভি বিবিসিকে বলেন, অনেক গোয়েন্দা তথ্য ছিল যে তারা এই প্রশিক্ষণগুলি নিচ্ছে সর্বোপরি, ভিডিওগুলি জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে এবং এটি সীমান্ত (ইসরায়েলের সাথে) থেকে মাত্র কয়েকশত মিটার দূরে ঘটছে।

তবে তিনি বলেন, সামরিক বাহিনী এই মহড়া সম্পর্কে জানলেও তারা 'কিসের জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছে তা তারা জানতে পারেনি।'

আইডিএফ জানিয়েছে, তারা ২০২৩ সালের ১৭ই অক্টোবর হামাসের প্রথম জ্যেষ্ঠ সামরিক নেতা নোফালকে 'নির্মূল' করে।

অগোচরে লুকিয়ে থাকার শৈলী

মহড়াটি বাস্তবসম্মত কিনা তা নিশ্চিত করতে হামাস অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিল।

মহড়ার অংশ হিসেবে যোদ্ধারা ২০২২ সালে আইডিএফ নিয়ন্ত্রিত গাজা ও ইসরায়েলের মধ্যস্থিত রুট এরেজ ক্রসিং থেকে মাত্র ২.৬ কিলোমিটার (১.৬ মাইল) দূরে নির্মিত একটি নকল ইসরায়েলি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছিল।

গাজার সুদূর উত্তরে, 'ব্যারিয়ার' থেকে মাত্র ৮০০ মিটার (০.৫ মাইল) দূরে অবস্থিত ওই অঞ্চলের আকাশের চিত্রের সঙ্গে প্রশিক্ষণের ফুটেজে দেখা জায়গাটির ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যগুলির সামঞ্জস্য লক্ষ্য করে নির্দিষ্ট স্থানটিকে চিহ্নিত করেছে বিবিসি ভেরিফাই। নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ওই স্থানটি এখনও বিং মানচিত্রে দৃশ্যমান।

প্রশিক্ষণ শিবিরটি একটি ইসরায়েলি পর্যবেক্ষণ টাওয়ার এবং উত্তলিত পর্যবেক্ষণ বাক্সের (যে নিরাপত্তা বাধারগুলি ইসরায়েল শত শত মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে) ১.৬ কিলোমিটার (১ মাইল) এর মধ্যে অবস্থিত ছিল।

মক বেসটি মাটির স্তর থেকে কয়েক মিটার নীচে খনন করা জমিতে রয়েছে, তাই এটি নিকটবর্তী কোনও ইসরায়েলি টহলদলের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান নাও হতে পারে - তবে বিস্ফোরণের পর ধোঁয়া অবশ্যই নজরে আসবে। বিশেষত, যখন আইডিএফ এর বিমান নজরদারি ব্যবহার করে বলে জানা গিয়েছে। হামাস এই স্থানটি বিভিন্ন ইমারতে হামলা, বন্দুক দেখিয়ে জিম্মি করা এবং নিরাপত্তা বাধা ধ্বংস করার জন্য ব্যবহার করেছিল।

বিবিসি ভেরিফাই গাজা জুড়ে নয়টি জায়গায় ১৪ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শনাক্ত করতে স্যাটেলাইট চিত্র সহ সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ তথ্য ব্যবহার করেছে।

এমনকি তারা জাতিসংঘের সহায়তাপ্রাপ্ত সংস্থা বিতরণ কেন্দ্র থেকে ১.৬ কিলোমিটার (১ মাইল) এরও কম দূরত্বে থাকা একটি স্থানে দু'বার প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। ওই স্থানটি সংস্থাটি দ্বারা ২০২২ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত একটি অফিসিয়াল ভিডিওর পটভূমিতেও দৃশ্যমান ছিল।

তথাকথিত যৌথ কমিটি তাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে সামরিক উর্দি পরিহিত পুরুষদের গাজা 'ব্যারিয়ার' বরাবর সামরিক কার্যকলাপের নজরদারি করার ছবি প্রকাশ করে।

দুই দিন পরে, চতুর্থ 'স্ট্রং পিলার' সামরিক মহড়াটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ত৭ই অক্টোবরের মধ্যে, নজিরবিহীন ওই আক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত রণকৌশল অভ্যাস করা হয় সে সময়।

যোদ্ধাদের একই ধরনের সাদা টয়োটা পিকআপ ট্রাকে চড়তে দেখা গেছে যা পরের মাসে দক্ষিণ ইসরায়েলের মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে।

প্রোপাগান্ডা ভিডিওতে দেখা যায়, বন্দুকধারীরা নকল ভবনে হামলা চালাচ্ছে এবং ভেতরে থাকা ডামি লক্ষ্যবস্তুতে গুলি বর্ষণ করছে, পাশাপাশি একটি নৌকা ও জলের নিচে ডুবুরিদের ব্যবহার করে সৈকতে হামলা চালানোর প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। ইসরায়েল জানিয়েছে, তারা ৭ই অক্টোবর তাদের উপকূলে হামাসের নৌকা নৌকাগুলি নোঙর হওয়া থেকে আটকায়।

তবে হামাস স্ট্রং পিলার প্রোপাগান্ডা ভিডিও র অংশ হিসাবে তাদের মোটরসাইকেল এবং প্যারাগ্লাইডার ব্যবহার করে প্রশিক্ষণের কোনও প্রচার করেনি। ৭ই অক্টোবরের তিন দিন পর হামাসের পোস্ট করা একটি প্রশিক্ষণ ভিডিওতে মোটরসাইকেল চলাচলের জন্য বেড়া ও বাধা ভেঙে ফেলতে দেখা যায়। ওই একই রীতি অনুসরণ করে দক্ষিণ ইসরায়েল কমিউনিটিতে প্রবেশ করতে দেখা গেছে। এর আগে একই ধরনের ভিডিও দেখা যায়নি।

প্যারাগ্লাইডিং সরঞ্জাম ব্যবহার করা যোদ্ধাদের ফুটেজও ৭ই অক্টোবরের আক্রমণ শুরু না হওয়া পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি।

হামলার দিন শেয়ার করা একটি প্রশিক্ষণ ভিডিওতে দেখা যায়, বন্দুকধারীরা গাজার দক্ষিণাঞ্চলের রাফার উত্তরে অবস্থিত একটি বিমানবন্দরে কিববুৎজ অবতরণ করছে।

বিবিসি ভেরিফাই প্রমাণ পেয়েছে যে এটি ২০২২ সালের ২৫ আগস্টের কিছু সময় আগে রেকর্ড করা হয়েছিল এবং ঈগল স্কোয়াড্রন নামে একটি কম্পিউটার ফাইলে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। হামাস তাদের বিমান বিভাগের জন্য এই নাম ব্যবহার করে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে প্যারাগ্লাইডার পরিকল্পনাটির উপর এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করা হয়েছে।

৭ই অক্টোবরের আগে আইডিএফ কমান্ডারদের উক্তি দিয়ে সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজা উপত্যকায় হামাসের প্রায় ৩০ হাজার যোদ্ধা রয়েছে। এও মনে করা হয়েছিল যে হামাস ছোট ছোট গোষ্ঠী থেকে কয়েক হাজার যোদ্ধাকে নিজেদের দলে ভেড়াতে পারে।

অন্যান্য গোষ্ঠীর সমর্থন ছাড়াই ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে হামাস এখন পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী। যা ইঙ্গিত দেয় যে অন্যান্য গোষ্ঠীগুলিকে উদ্বুদ্ধ করার পেছনে ছিল, গাজার অভ্যন্তরে সমর্থন বাড়ানো এবং নিজেদের সদস্যদের সংখ্যা জাহির করা।

আইডিএফ এর আগে অনুমান করেছিল যে ১,৫০০ যোদ্ধা ৭ অক্টোবরের অভিযানে অংশ নিয়েছিল। চলতি মাসের শুরুর দিকে টাইমস অব ইসরাইলের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, আইডিএফ এখন বিশ্বাস করে যে এই সংখ্যা তিন হাজারের কাছাকাছি।

প্রকৃত সংখ্যা যাই হোক না কেন, এর অর্থ গাজার মোট সশস্ত্র কর্মীদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে সামান্য একটি ভাগ ওই হামলায় অংশ নিয়েছিল। হামলা বা স্ট্রং পিলার মহড়ায় ছোট ছোট দলের কতজন যোদ্ধা অংশ নিয়েছিল তার সুনির্দিষ্ট সংখ্যা যাচাই করা সম্ভব নয়।

লেবাননের সেনাবাহিনীর সাবেক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হিশাম জাবের, বর্তমানে মিডল ইস্ট সেঃটার ফর স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চের নিরাপত্তা বিশ্লেষক, বলেছেন তিনি বিশ্বাস করেন যে কেবল হামাসই চূড়ান্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত ছিল এবং সম্ভবত তারা অন্যান্য দলগুলিকে হামলার দিনে যোগ দিতে বলেছিল।

স্যাটেলাইটের ছবিতে গাজায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের যে চিত্র বেরিয়ে এসেছে

গাজা ঃ বিবিসির হাতে আসা নতুন কিছু স্যাটেলাইটের ছবিতে প্রকাশ পেয়েছে, ইসরায়েল আর হামাসের মধ্যে সাময়িক যুদ্ধবিরতি শুরুর আগে, উত্তর গাজাজুড়ে ব্যাপক পরিমাণ ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে। স্যাটেলাইটের ছবিগুলো গত ২৩শে নভেম্বরের, টানা কয়েক সপ্তাহ ধরে ইসরায়েলি বিমান হামলা ও স্থল অভিযান চলার পর যখন যুদ্ধবিরতি হয় তার ঠিক আগের। আরেকটি আলাদা স্যাটেলাইট তথ্য বিশ্লেষণে পুরো গাজার ধ্বংসযজ্ঞের বিভিন্ন চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। ড্রোন ফুটেজ ও ভেরিফায়েড ভিডিওতে আরও দেখা যায় বিভিন্ন ভবন ও কোথাও পুরো পাড়া একেবারে মাটিতে মিশে গিয়েছে। যদিও ইসরায়েলের সর্বাত্মক স্থল অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল গাজার উত্তরাঞ্চল, যা ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন বহন করছে, কিন্তু আসলে পুরো উপত্যকা জুড়েই মারাত্মক ধ্বংসের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

ইসরায়েল বলছে, গাজার উত্তর এলাকা, যা মূলত গাজার মূল শহর অঞ্চল, এটি আসলে হামাসের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, যারা ইসরায়েলে ৭ই অক্টোবর ভয়ংকর হামলা চালিয়েছিল। ইসরায়েলের দাবি, তারা বোমা হামলার মাধ্যমে সফলভাবে হামাস নেতা ও যোদ্ধাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে পেরেছে এবং তাদের অভিযোগ এই গোষ্ঠী বেসামরিক নাগরিকদের ভেতরে ঢুকে মিশে গিয়েছিল। স্যাটেলাইটের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, পুরো গাজাজুড়ে অন্তত ৯৮ হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং উপরের মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে এর বেশিরভাগই উত্তরে অবস্থিত। তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করেছেন সিটি ইউনিভার্সিটির নিউ ইয়র্ক গ্র্যাজুয়েট সেন্টারের কোরি স্কার এবং ওরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটির জ্যামন ফন ডেন হোয়েক। এক্ষেত্রে দুটো আলাদা ছবির মধ্যে তুলনা করা, হামলার ফলে ভবনগুলোর কাঠামো বা উচ্চতার পরিবর্তনকে এর ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে।

সেখানে ধ্বংস হওয়া বিভিন্ন এলাকার স্যাটেলাইটের ছবি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ইসরায়েলে ৭ই অক্টোবর হামাসের হামলার পর গাজার উত্তর ও উত্তর পূর্ব দিকের শহর বেইত লাহিয়া এবং বেইত হানুন প্রথম বিমান হামলার শিকার হয়। ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স আইডিএফ বলছে এই এলাকায় হামাস আত্মগোপনে ছিল। বালু আর জলপাই বাগানে ঢাকা বেইত লাহিয়ার অংশ যা ইসরায়েলের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, একেবারে সমান হয়ে গিয়েছে এখন। স্যাটেলাইটের ছবিতে দেখা যায় শহরটির উত্তর পূর্ব দিকের একটা অঞ্চলে অনেকগুলো ভবন এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

বুলডোজার দিয়ে সেসব জায়গায় ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে রাস্তা বের করা হয়েছে এবং ইসরায়েল সেনারা জায়গা পরিষ্কার করে মাঠজুড়ে যুদ্ধে আত্মরক্ষার অবস্থান তৈরি করেছে।

আইডিএফ একই সাথে পাশের আরেকটা ছোট শহর বেইত হানুনে হামলা করেছে, যা সীমান্ত থেকে এক মাইলের মধ্যেই অবস্থিত। আইডিএফ বলছে তারা সেখানে প্রথম দিনের বিমান হামলায় ১২০টি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে।

নিচের ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন, উঁচু বহুতল ভবন এবং একটা মসজিদ ১৪ই অক্টোবর থেকে ২২শে নভেম্বরের মধ্যে ধীরে ধীরে কীভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

গাজায় টানা কয়েক সপ্তাহ ধরে বিমান হামলার পর, ইসরায়েল স্থল অভিযান শুরু করে - যেসব জায়গায় প্রচুর বোমা পড়েছে তার মধ্যে দিয়ে ট্যাংক ও বুলডোজার দিয়ে এগিয়ে যায় তারা। আইডিএফ উপকূল ধরে গাজার শাতি শরণার্থী শিবির লক্ষ্য করে দক্ষিণের দিকে যেতে থাকে। নিচের ছবিতে পরিষ্কার বোঝা যায় একসময় আবাসিক এলাকা থাকা এই অঞ্চল এখন ধ্বংসাবশেষ মাত্র। সমুদ্রের দিকে থাকা কিছু ভবন যার মধ্যে আছে গাজার ফাইভ স্টার হোটেল, দ্য আল মাশতাল, বাজার, রেস্টুরেঃট এসবই আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

স্যাটেলাইট বিশ্লেষণে দক্ষিণ গাজার ধ্বংসাবশেষ বিমান হামলা শুরুর সপ্তাহখানেক পর আইডিএফ ফিলিস্তিনিদের নিরাপত্তার জন্য সতর্ক করে দিয়ে বলে উত্তর গাজা থেকে দক্ষিণে ওয়াদি গাজা বলে পরিচিত নদীর দিকে যেতে বলে। এই সতর্কবাণী সত্ত্বেও এবং যখন হাজার হাজার মানুষ গাজা শহর থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল তখনও দক্ষিণ গাজা লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। গাজার কেন্দ্রে অবস্থিত নুসেইরাত শরণার্থী শিবির যুদ্ধবিরতির আগ দিয়ে কয়েকবার হামলার শিকার হয়েছে। জাতিসংঘ বলছে এই শিবিরে অন্তত ৮৫ হাজার মানুষ থাকতো। বিবিসি গত কয়েকদিন হল অনলাইনে শেয়ার হওয়া একটা ভিডিও ভেরিফাই করেছে, যেখানে দেখা যায় মানুষকে ধ্বসে পড়া ভবনের নিচ থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে। বিবিসি এই বিষয়ে আইডিএফের কাছে মন্তব্য চেয়েছে।

১০ লাখ লোককে দক্ষিণে সরে যাবার নির্দেশ

দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসে হাজার হাজার লোক তাবু অথবা বোমা হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের ভেতরেই বসবাস করছে। যদিও এইদিকে উত্তরের মতো ততোটা ভয়াবহ ধ্বংস হয়নি, তবে কোরি স্কার ও জ্যামন ফন ডেন হোয়েকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী শহরের অন্তত ১৫ শতাংশ ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিমান হামলায় বিরতি কিছু মানুষকে বাজারে বের হতে সাহস দিচ্ছে। নিচের ছবিতে গ্র্যান্ড মসজিদের সামনে বাজার ও পাশে ধ্বংস হওয়া ভবন দেখা যাচ্ছে।

ইসরায়েলি সেনারা গাজার মানুষদের যেমন উত্তর থেকে সরিয়ে দিয়েছে, তেমনি পুরো উপত্যকাকে পশ্চিমের দিকে আলাদা করে ফেলেছে, যাতে দক্ষিণ থেকে গাজা শহরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যায়। গাজা শহরের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে নেয়া এই ছবিতে আমরা দেখতে পাই একসময় মানুষে পরিপূর্ণ এই আবাসিক এলাকা আইডিএফ ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুরোপুরি ফাঁকা করে দিয়েছে এবং পশ্চিম ভূমধ্যসাগর তীর অভিমুখে বুলডোজার দিয়ে একটা রাস্তা বানিয়ে নিয়েছে।